**February 1** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153200950951891>)

**আরেকটা ইমেইল - চাকরির লং ডিউটি, ফ্যামিলি কনফ্লিক্ট, ভালো চাকরি না পাওয়ার ফ্রাস্ট্রেশন নিয়ে সুইসাইড করার চিন্তাভাবনা**

৩:একমাস ধরে চাকরিতে ১৪ ঘন্টা করে ডিউটি দিয়েছি। এটাও বলে দিয়েছে- এই টাইমটা পারমানেন্ট ডিউটি আওয়ার। দুপুরে লাঞ্চ বা বাথরুম চাপলেও বের হবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।আমার মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রনা আমি কাউকেই বুঝাতে পারছি না। হাল্কা আশা করে ছিলাম এটলিস্ট আমার ফ্যামিলি ব্যাপারটা বুঝে আমার জব রিসাইন দেয়া সাপর্ট করবে। কিন্তু এবারও হতাশ হলাম। তারা যেকোন মূল্যে ফিন্যান্সিয়াল সাপোর্ট চায়।খুব মনে হচ্ছে কিছুদিন ধরে রাস্তায় চলার সময় তো অনেক মানুষ এক্সিডেন্ট এ স্পট ডেড হয়। সেরকম করে আমার মরে গেলে ক্ষতি কি? আমি চাই আমার ফ্যামিলি এট লিস্ট আমার লাশ দেখে হলেও আমার কষ্ট বুঝতে পেরে কাদুক। জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু আমার ড্রিমকে স্যাক্রিফাইস করে যে ফ্যামিলির জন্য মরতে আসছি তারাই আমার বেচে থাকার মুল্য বুঝতে পারছে না।এটা খুব কষ্টের, খুব। বাংলাদেশ ব্যাংকে জব করার জন্য যত প্রিপারেশান নিছি সব ভূলতে বসেছি।অফিসে এক মিনিটও টাইম পাচ্ছি না পড়ার, বাসায় ও না। জব ও কন্টিনিউ করতে পারছি না, ছেড়ে দিলে কি হবে তা ও বুঝি না।

.

আমার উত্তর: আজকে আপনার জীবন শেষ হয়ে গেলে, আপনি দুনিয়া থেকে চলে গেলে, দুনিয়ার কারো কিচ্ছু যাবে আসবে না। আপনার ফ্যামিলি না খেয়ে মরে যাবে না। তবে আপনার পরাজয় পার্মানেন্ট হয়ে যাবে। রাস্তার অন্ধ ভিখারি বা কোন হাসপাতালে দশ মিনিটের জন্য ঘুরে এসে বলেন, ওদের চাইতে আপনার কি খুব বেশি কষ্ট? আপনার ঝামেলা কি খুব বেশি?

.

আর জীবনে জয়ী হতে হলে, প্রথমেই বুঝতে হবে, জয়ী হবার রাস্তা একটা না। হাজারো রাস্তা আছে। হাজারো রাস্তা বদল করে করে, মানুষ সফল হয়। ভাই রক্তের মধ্যে তেজ থাকলে, পরিশ্রম করার তাকত থাকলে, একটা না একটা রাস্তা বের হয়ে যাবেই। সফল হওয়ার একটা রাস্তা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরি। এই রাস্তা গেলেও আরো ৯৯৯ রাস্তা বাকি থাকবে। সো, পরিশ্রম আর ডেডিকেশন ধরে রাখতে পারলে এক দিন না একদিন, একভাবে বা অন্যভাবে সফল হবেনই হবেন।

.

ফ্যামিলি আপনাকে ছোট বেলা থেকে পালসে। কি পরিমাণ কষ্ট করসে সেটা একটু অনুভব করার জন্য, আজকে ১০ কেজি ওজনের একটা পাথর পেটে বেধে তারপর সেটা পেটে নিয়ে দশদিন ঘুরেন। নিজের রাতের ঘুম হারাম করে, পেটের পাথরটাকে ঘুম পাড়ান। তারপর পেটের পাথর নিয়ে সারাদিন অফিস করেন। তারপর ভাবেন, আপনার পরিবারের কেউ না কেউ আপনার জন্য এই রকম কষ্ট করছে। তারা আপনার পিছনে ইনভেস্ট করছে, এখন সেই ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন দেন। ফ্যামিলির পাওনা, ফ্যামিলিকে শোধ করতে পারার আগে, হয় তাদেরকে একটু একটু করে বুঝান। না হয় আপনার টার্গেটটাকে হালকা মডিফাই করেন। হয় পরের বছর ট্রাই করলেন, না হয় ব্যাংকে চাকরি করলেন না। ব্যাংকে চাকরি না করে, অন্যরা সফল হয় না?

**ফেইক লাভ গুরু – ৫ January 31**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153200377866891>)

১:আমি কালো।মুখভর্তি ব্রণ।আমার এই লুকের কারনে সবসময়ই হীনমন্যতায় ভুগি। মানুষের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে পারি না।সুন্দর মানুষ দেখলে জেলাস ফিল করি। আল্লাহ কেন আমাকে কালো বানিয়েছেন, সেটা নিয়ে আফসোস করি।মেয়েদের সাথে এই লুক নিয়ে সামনাসামনি কথা বলার সাহস হয়ে উঠে না।সবসময়য় নিজেকে ভীড়ের মাঝে আড়াল করে রাখতে ইচ্ছা করে।পুরোপুরি হতাশ।মনে হচ্ছে আমার পক্ষে সফলতা অর্জন করা সম্ভব না।

.

আমার উত্তর: ফালতু কথার জায়গা পান না। চেহারা নিয়ে কেউ আটকে থাকে না। পারলে এই চেহারাকে পুঁজি করে কিছু করে দেখান। অভিনেতা হাসান মাসুদ (TV actor), তার চেহারাকে ব্যবহার করছেন বলেই, এই লেভেলে আসা সহজ হইছে (ব্যক্তিগত মতামত। উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট) আর মেয়েদের সামনে কথা বলতে পারসোনালিটি লাগে, চেহারা না। গুগলে গিয়ে "sumaiya shimu wedding pictures" লিখে সার্চ দেন। শুধু গায়ের রং দিয়ে রিলেশন হয় না। নজরুল ভাইয়ের মতো কিছু করে দেখান। সুমাইয়া শিমুর চাইতেও সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড পাবেন।

.

৪:koyek mash dhore akta meyer best frnd chilam. ami abeg er boshe propose kore boshi. ami akhon intermediate 1st year a asi. ai first year er pura 6mash ami akhono akta line ow pori nai. gotow 31december amra decision a ashi j amra relation inter er por continue korbo. kintu amra abar relation a ferot aschi. akjoner proti akjon amra khub addicted. ami chai inter a akta valo result kora valo position a jiata. kintu ami kisui e portasi na. tak mon theke bhalobashte o pari na. abar breakup ow korte chai. kintu ami j karow proti khub shoj e addicted hoya jai.

.

আমার উত্তর: চান্দু, এত বেশি আবেগে ঢুলু ঢুলু হইলে, আবেগের বাসার দারোয়ান হইতে পারবা। অন্য কিছু হইতে পারবা না। ভালবাসলে সিরিয়াসলি ভালোবাসো, আর কনফিউশন থাকলে, আগেভাগে কেটে পড়। নচেৎ তোমারও ক্ষতি, সেই মেয়েটারও ক্ষতি। আর তুমি যেই লেভেলের প্রেমের সওদাগর, তোমার দ্বারা ছেড়ে আসা সম্ভব হবে মনে হচ্ছে না। আর এই বয়সে প্রেম ইগনোর করাও টাফ। তবে তোমরা একটা কাজ করতে পারো- কথাবার্তা কন্টিনিউ রেখে, দুইজনে সিদ্ধান্ত নিতে পারো- তোমরা ফোনে কথা বলার শুরুতে পড়ালেখা নিয়ে আলোচনা করবা। রোমান্টিক আলাপের আগে, পড়ালেখার আলাপ। (জিনিসটা খারাপ নাহ, এইটার মধ্যে পুষ্টি আছে)। রাত্রে কল করার একটাই শর্ত-কল করার আগে, ওই দিনের পড়া শেষ করে নিতে হবে এবং ফোন ধরেই সাথে সাথে, পড়া জিজ্ঞেস করবে। এমন শিক্ষা-কেন্দ্রিক প্রেম করতে না পারলে- আমও যাবে, ছালাও যাবে, বাপের হোটেলের ফ্রি ফ্রি খানাও যাবে।

**January 24** (<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153187229556891&set=a.10150519220556891.369219.686386890&type=3>)

স্রেফ ফান করার জন্য বছরে একবার স্কি করি। কেউ না গেলে, আমি একাই যাবো শুনে, ট্যাগ না করার শর্তে, কায়সার জীবনে প্রথম স্কি করতে রাজি হয়েছিলো।

অন্য সবার মতো, সেও দশ মিনিট চেষ্টা করেই হতাশ। না ভাই, এইটা আমারে দিয়ে হবে না। (শুধু স্কি করার ক্ষেত্রে না, নতুন কিছু করতে গেলেই, আমাদের সবার এই সমস্যা হয়। এক চিমটি চেষ্টা করে, এক দিনে প্রোগ্রামার, ডিজাইনার, গিটার বাদক হতে না পারলে, পালানোর রাস্তা খুঁজি)  
তবে আমি সঙ্গে থাকলে, পালানো এত সহজ না। (গাড়ির চাবি আমার কাছে। মু হা হা হা)

.

তার জন্য টার্গেট সেট করা হলো, শুধু পা দুইটা প্যারালাল রেখে বা পিজা স্লাইস (>) এর মতো করে স্লাইড করবে। প্রায় সমতল জায়গায় ঘন্টা দেড়েক ট্রাই করে, একটু আধটু পড়ে গিয়ে, হালকা সাহস অর্জন করেছে। তারপর নিজেকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললাম দড়ি ধরে একটু উঁচুতে গিয়ে স্কি করে নিচে নামার ট্রাই কর। যদিও ছয় সাত বছরের বাচ্চারা সাইসাই করে উঠে যায়। তুমি প্রথম প্রথম দড়ি ধরে উঠতে গেলে বার বার পড়ে যাবা।কারণ বাচ্চারা অনেক দিন ধরে প্রাকটিস করতেছে। তবে বাচ্চারা পারে, আমি পারিনা বলে আমরা লজ্জা পেয়ে ছেড়ে দেয়ার চিন্তা করা যাবে না। (বয়সে কে ছোট, কে বড় ব্যাপার না। স্কিলে বা দক্ষতায় যে এগিয়ে আছে, সে ই বড়)

.

দড়ি ধরে একবারে উঠতে পারেনি দেখে সে আর দড়ি ধরে উঠবে না। (একভাবে চেষ্টা করে হোঁচট খেলে হয় ওই লাইনে বারবার চেষ্টা করতে হবে অথবা অল্টারনেটিভ রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে)। তাই তাকে বললাম, তোমার দড়ি ধরে উঠার দরকার নাই। তুমি স্কি খুলে হেটে হেটে, একটু উপরে উঠো তারপর স্কি পরে নামার চেষ্টা করো। একটাই টার্গেট পা প্যারালাল রাখার চেষ্টা করবা। এঙ্গেল নেয়া, থামার চেষ্টা, পড়ে যাওয়া এভোয়েড করার চেষ্টা, কারো সাথে ধাক্কা লাগলো কিনা, চিন্তা করতে গেলেই পড়ে যাবা। এইভাবে চেষ্টা করতেছে আর প্রত্যেকবার নামতে গিয়ে দুই-তিনবার করে আছাড় খাচ্ছে। তবে আছাড় খেয়ে আবারও উঠে দাড়িয়ে চেষ্টা করতেছে। (দুনিয়ার যেকোনো কিছুতে এইভাবে চেষ্টা করলে, সফল না হয়ে বসে থাকার কোন উপায় নাই।)

.

এইভাবে কয়েকবার চেষ্টা করার পর, আমাকে অবাক করে দিয়ে, আছাড় খাওয়া ছাড়াই নিচ পর্যন্ত নেমে গেছে সে। আসলে চেষ্টার ঝাণ্ডা ধরে রাখলে, সফলতা মাঝ পথে হুট করে সাক্ষাত করে তোমাকে অবাক করে দিবে। এতে তার কনফিডেন্স বেড়ে গেলো। একবার সফল হয়ে যাওয়ার পরে, আছাড় খাওয়ার ভয় দূর হয়ে গেছে। তারপরেও সে পড়ছে, আছাড় খেয়েছে। কিন্তু দিন শেষে সফল হয়ে, মজা পেয়ে, আনন্দ নিয়েই বাসায় ফিরেছে। অন্য সবার মতো, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে, বাসায় বসে বসে ভয় পাইলে, এই আনন্দ, এই মজা, এই এক্সপেরিয়েন্স সে পেতো না। (শুধু স্কি করার ক্ষেত্রে না, দুনিয়ার সব কিছুতে)

.

তার টার্গেট এচিভ করা দেখে, আমিও পোল ছাড়া নামার ট্রাই করলাম এবং দুই-তিনবার চেষ্টা করে, পেরে গেলাম। শেষ ঘন্টায় উঁচু পাহাড়ের মিশনে গেলাম। বেশ কয়েকবার আছাড় খাইছি। তবে শেষমেশ, আছাড় খাওয়া ছাড়াই দুইবার নিচে নামতে সফল হয়ে হাসিমুখে ঘরে ফিরেছি।

২০১৫ সালের ১৫টি ব্যর্থতা December 27, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153137111986891>)

১. এই বছরের শুরুতে, জানুয়ারির ২৭ তারিখে, জীবনের প্রথম মোটিভেশনাল টক দিছিলাম, সাথে ছিলো জীবনের প্রথম ম্যাজিক পারফরমেন্স। তাও আবার ইংরেজিতে, হার্ড-কোর ডেভেলপারদের মিটআপে। ফলাফল খুবই বাজে।

২. লেখালেখির স্টাইল একটা ছকে আটকা পড়ে গেছে। ভেরিয়েশন এবং ডেপথ আসতেছে না। Feel free to provide any feedback. চাইলে পচাতেও পারেন।

৩. সেলফি স্টিক দিয়ে সেলফি তোলার পরে, পিকচার থেকে সেলফি স্টিক সরাই ফেলার android app বানাবো ভাবছিলাম। শুরুই করা হয়নি।

৪. শিকাগোর সেকেন্ড সিটিতে কমেডি রাইটিং এর উপর কোর্স করার কথাবার্তা বলে আসলেও শেষপর্যন্ত ভর্তি হইনি। কোনো হইনি, আল্লাহ মালুম।

.

৫. বছরের শুরুতে টাফ একটা প্রজেক্টে ডেভেলপমেন্ট এবং টপ লেভেলের বসদের ইন্টার‍্যাকশন কারার জন্য বসায় দিছিলো। টপ লেভেলের বসদের ছোট ছোট ইমেইলে বড় বড় রিপ্লাই ঠিকমতো দিতে পারি নাই। এক টপিক নিয়ে মিটিং বসে, বিশ টপিক নিয়ে প্রশ্নের বন্যা, স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে পারি নাই। কমিউনিকেশন এবং রাইটিং স্কুল নিয়ে চারটা বই বই কিনছিলাম। মাত্র একটা বইয়ের ২০ পাতা পর্যন্ত পড়েছিলাম। toastmaster এ যাবো বলেও যাওয়া হয় নাই। ব্যর্থতার উপহার স্বরূপ ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে অন্য প্রজেক্টে ট্রান্সফার করে দিছে।

৬. এই বছরের মাঝামাঝিতে, থাকা অবস্থায় দুইটা ভার্সিটিতে ওয়ার্কশপ করার ইচ্ছা ছিলো। আয়োজকদের সাথে সঠিকভাবে কমিউনিকেট করতে পারি নাই বলে, সে দুইটা ওয়ার্কশপে চান্স পাই নাই।

৭. স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে গেস্ট লেকচারার হিসেবে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেও কনভিন্স করতে ব্যর্থ হই।

৮. হাবলুদের সাথে আড্ডায় ৪৩ জনের সাথে কথা বলেছিলাম। আরো ৩০ জনের ইমেইল রিপ্লাই দিবো বলে ঠিক করেছিলাম। প্রায় এক মাস হয়ে গেলেও একটা রিপ্লাইও দেয়া হয়নি।

.

৯. প্রথম আলোর টেকনোলজি পেইজে বেসিক প্রোগ্রামিং এর উপর মিনিমাম একটা লেখা জমা দেয়ার পিতলা সখ আছে অনেক দিনের। কার কাছে দিতে হবে, কবে দিতে হবে, জানিনা দেখে আজও একটা লেখা শেষ করা হয়নি।

১০. হায়ার স্টাডি নিয়ে একটা ইনফোগ্রাফিক বা ফ্লো-চার্ট শুরু করছিলাম। কোন সাবজেক্টে হায়ার স্টাডি করতে চাইলে কোন দেশে যাওয়া উচিত। বা কোন দেশে MS করে কোন দেশে গিয়ে PhD করা ইজিয়ার। ১৫% কাজ করে বসে আছি।

১১. শিকাগো জাভাস্ক্রিপ্ট গ্রুপে একটা ওয়ার্কশপ সিরিজ চালু করবো ভাবছিলাম। লিউক নামে একজনকে দায়িত্ব দিয়ে তারে রেগুলার খোঁচা দেই নাই। তাই সেই ওয়ার্কশপ সিরিজ ঝুলে গেছে।

১২. লাইফের বিভিন্ন স্টেজে সিদ্ধান্ত এবং মোটিভেশনাল একটা কমপ্লিট গাইড লাইন লেখা শুরু করছিলাম। সেটা আপাতত আলমারিতে ঘুমাচ্ছে।

.

১৩. windows 10 এ আপগ্রেড করতে গিয়ে, বাংলাদেশী adobe প্রিমিয়ার ইলেমেন্টস করাপ্ট হয়ে, হাবলুদের জন্য প্রোগ্রামিং এর একটা লেকচারগুলা ঝুলে গেছে। ফলশ্রুতিতে ভিডিও রিলিজ করা হচ্ছে না। ল্যান্ড ইউর ড্রিম জব কোর্সও চুপচাপ বসে আছে। শেইম অন মি।

১৪. আগের বছর পারিনি। তাই এইবার ভাবছিলাম সারা বছর অন্তত ১০০ বার জিমে যাবো। খুবই লজ্জাজনক হলেও সত্যি, ৬০ বারের বেশি জিমে যাইনি।

১৫. একটা ফানি ভিডিও বানানোর কনসেপ্ট রেডি করে বসে আছি। অগ্রগতি সুবিধার মনে হচ্ছে না।

ব্যর্থতার লিস্ট যত ভারী হবে। চেষ্টার পরিমাণ তত তীব্র হবে। তাই পরের বছরে আরো গর্জিয়াস ব্যর্থতার লিস্ট বানানোর প্রত্যাশা রাখলাম।

**December 26, 2015 গুরু নাম্বার - ৭**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153135272426891>)

লাইফে যত ঝামেলাই থাকুক না কোনো, ১৮ বছর বয়সে, কোমর থেকে ডান পা কেটে ফেলে দেয়ার চাইতেও বড় ঝামেলা, খুব কম মানুষের জীবনেই আসে। তবে পা কেটে ফেলে দেয়াটাও তুচ্ছ একটা ব্যাপার মনে হয়- যখন কাউকে জানানো হয়, তার শরীরে বাধা বেধেছে- মরণব্যাধি ক্যান্সার।

.

শরীরের ভিতরের গোপন বন্ধু ক্যান্সার আর বাইরের নতুন বন্ধু কৃত্রিম পা সঙ্গে নিয়ে অল্প কয়েকদিনেই হাটা রপ্ত করে ফেলে সে। বসে বসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন না করে, যোগ দেয় 'হুইল চেয়ার বাস্কেটবল টিমে'। শুধুমাত্র মনের জোরে, সারাদিন হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, হুইল চেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে বাস্কেটবল প্রাকটিস করে সে। আর রুটিন করে ফিরে যায় হাসপাতালে- ক্যান্সারের কেমোথেরাপি নিতে। ষোল মাস ধরে কেমোথেরাপিও আটকে রাখতে পারেনি তাকে। তিনবার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয় সে। একবার নির্বাচিত হয়- অল স্টার হুইল চেয়ার বাস্কেটবল প্লেয়ার।

.

ক্যান্সারের কাছে হার না মানা ছেলেটা ঠিক করলো সে দৌড়ানোর চেষ্টা করবে। এটা ১৯৭৮ সালের কথা। তখন কৃত্রিম পা, আজকের মতো উন্নত লেভেলের ছিলো না। তাই ছেলেটার স্বপ্ন অর্জনের পথে কৃত্রিম পা বাধা হয়ে দাড়ায়। দৌড় দেয়ার জন্য লাফ দিয়ে সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে, কৃত্রিম পা কোমর থেকে নড়ে যায়। পাঁচ-দশ মিনিট দৌড়ালে, কোমরের সাথে কৃত্রিম পায়ের ঘষা লেগে ব্যথা হয়, ফোস্কা পড়ে, চামড়ায় কালো দাগ হয়। তবে নাছোরবান্ধা ছেলেটা, সহজে হার মানবে না। ট্রায়াল এন্ড এরর করতে করতে সিস্টেম বের করলো - কৃত্রিম পায়ে ভর দিয়ে প্রথমে ভালো পা সামনের দিকে নিবে, তারপর ভালো পায়ের উপর ভর করে হালকা একটু লাফ দিবে। একই সময়ে কৃত্রিম পা কোমরের সাথে সোজাসুজি পজিশনে নিয়ে আসবে। তবে সমস্যা হচ্ছে- একজন স্বাভাবিক মানুষ এক কদম দৌড় দিয়ে যতটুকু যেতে পারে, ততটুকু দুরুত্ব যেতে তাকে দুইবার কদম ফেলতে হবে এবং একটা লাফ দিতে হবে। এক্সট্রা কদম, এক্সট্রা লাফ, এক্সট্রা পরিশ্রম ছেলেটির জন্য কোনো সমস্যা না। তাই সাধনা চলতে লাগলো।

.

চৌদ্দ মাস প্রাকটিস করে, ছেলেটি গেলো, ২৬ মাইলের ম্যারাথন দৌড় (৪২.২ কিলোমিটার) দিতে। সেখানে সর্বশেষ প্রতিযোগীর চাইতেও ১০ মিনিট বেশি সময় নিয়ে, ম্যারাথন শেষ করতে পেরেছিলো সে। ম্যারাথন শেষ করেই তার আসল পরিকল্পনা জানায় ফ্যামিলিকে- প্রতিদিন একটা করে ম্যারাথন দৌড় দিয়ে, কানাডার এক প্রান্ত থেকে শুরু করে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দৌড় দিয়ে পাড়ি দিতে চায় সে। কানাডা ছোট খাটো দেশ না। কোন গ্যাপ না দিয়ে প্রতিদিন দৌড়ালে, টানা ২২১ দিন ম্যারাথন দৌড় দেয়া লাগবে, কানাডার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় (৫৭৮০ মাইল) যেতে। ফ্যামিলি কোনভাবেই রাজি হচ্ছিলো। ডাক্তারের কাছে ফিটনেস সার্টিফিকেটের জন্য গিয়েও হতাশ হতে হয়। তবুও ড্রিম অর্জনের জন্য ছেলেটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

.

১২ এপ্রিল, ১৯৮০ সালে দৌড় শুরু করে সে। প্রতিদিন ভোর ৪ টার সময় ঘুম থেকে উঠে ১২ মাইল দৌড় দেয়। তারপর বিকেলে আরো ১৪ মাইল। এই একই নিয়মে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দৌড়াতে লাগলো সে। ঝড়, বৃষ্টি-বাদল, তুষারপাত, জোর করে রাস্তা থেকে নামিয়ে দিতে ড্রাইভারদের গালিগালাজ, কোনো কিছুই থামাতে পারেনি তাকে। এমনকি নিজের জন্মদিনেও দৌড় বন্ধ করে রেস্ট নিতে রাজি হয়নি সে। আর আমরা ফাঁকিবাজি করার এক হাজার একটা ছুতা খুঁজি। দুই একদিন চেষ্টা করেই হাঁপিয়ে উঠি। হালকা বৃষ্টি, একটু সর্দি কাশি হলেই, ঝিম মেরে বসে থাকি।

.

কৃত্রিম পা, ক্যান্সার, বৈরী আবহাওয়া, কোনো কিছুই থামাতে পারেনি তাকে। দৌড় চলতেই থাকে। এভাবে টানা ১৪৩ দিন ম্যারাথন দৌড় দেয়ার পরে কফ, বুকের ব্যথা প্রচণ্ড আকার ধারণ করলে, হাসপাতালে যেতে বাধ্য হয় সে। সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই জানা যায়, তার দুইটা ফুসফুসেই ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে। ৩,৩৩৯ মাইল (৫,৩৭৩ কিলোমিটার) দৌড় দেয়ার পরে থামাতে হয়েছে 'ম্যারাথন অফ হোপ'। তবে সেদিন ম্যারাথন থামলেও টেরি ফক্স এর হোপ আজও থামেনি।

**দেশের সাথে কথোপকথন – ৩ December 18, 2015**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153121134656891>)

আমি: হায় দেশ ডুড ! হোয়াটস আপ!  
দেশ: খারাপ নাহ। লাল সবুজ প্রোফাইল পিকচার, সবুজ শাড়ির লাল পাড়, বিজয়ের আনন্দে শিশুর মুক্ত নিঃশ্বাস। এসবই বিজয়। এসবই সুখ আর আনন্দ।

আমি: ডুড, দুই দিন পরে তো প্রোফাইল পিকচার লাল-সবুজ থাকবে না। সিজনাল দেশ প্রেমের লাল-সবুজ ড্রেসও কেউ পরবে না। তখন কি খুব একা একা লাগে?

দেশ: দূর পাগলা। সিজনাল প্রেমিক নিয়ে দেশের কিচ্ছু যায় আসে না। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও দেশের সাত কোটি বাঙ্গালীকে যুদ্ধ করা লাগে নাই। অনেক অনেক সূর্যসন্তান জীবন বাজি রেখে, সম্ভ্রম ত্যাগ করে দেশকে মুক্ত করছে। সবাইকে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া লাগে নাই। প্রয়োজনের সময় ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট হেল্প করলেই চলে। এখনও সবাইকে দেশের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়া লাগবে না। তোর যা করার তুই সেটা ভালো করে কর। আর দেশের জন্য যাদের জীবন-মন সপে দেয়ার কথা তারা ঠিকই দিবে। তারা লাল সবুজ প্রোফাইল পিকচারের জন্য বসে থাকবে না। তাদের মতো হতে না পারলে তুই তোর জন্য, তোর ফ্যামিলির জন্য যা যা করার সেটা করে যা।

---

আমি: ভালো কথা মনে করছস। আমি নিজের জন্য নিজেই চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি দেশ খালি বড়লোকদের সুযোগ করে দেয়। বস্তা বস্তা ভরে দেয়। আর গরীবদের জন্য কোন চান্স রাখস না।

দেশ: একটা উদাহরণ দে তো?

আমি: আমার ক্লাসের সাইফের বাপের অনেক টাকা। সে সাপ্লাই চেইনের উপর একটা এডভান্স কোর্স করে ফেলসে। এখন তার সার্টিফিকেট এবং কোয়ালিফিকেশন বেড়ে গেছে। তাই সবার আগে সে চাকরি পেয়ে যাবে। আর আমাদের যাদের বাপের টাকা নাই তারা তো চাকরি পাবো না। এইটা কি ফেয়ার হইলো?

দেশ: দেশে কি চাকরি একটা? আর সাইফ কি এক সাথে বিশ-পঞ্চাশটা চাকরি করতে পারবে? না পারবে না। সে একটাই চাকরি করতে পারবে। সো, হতাশ হওয়ার কিচ্ছু নাই। আর সার্টিফিকেট ছাড়াও তুই সাইফের আগে চাকরি পেয়ে যেতে পারবি।  
আমি: ক্যামনে? আমারতো মামা,খালু নাই।

---

দেশ: শুন, নতুন কিছু আবিষ্কার করে কেউ সাইফকে গিলায় খাওয়াই নাই। আইসব জিনিস ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি করলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সার্চ দিলে, হার্ভার্ড, coursera তে ফ্রি অনলাইন কোর্স করে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। তবে সার্টিফিকেটের জোরে কেউ চাকরি পায় না। সার্টিফিকেট থাকলেই কেউ হুজুর হুজুর বলে চাকরি ধরায় দেয় না। যে বিষয়ে সার্টিফিকেট জোগাড় করছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করবে। সেই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেই চাকরি দিবে। উত্তর দিতে না পারলে, যত বড় সার্টিফিকেট থাকুক না কেনো গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবে।

আমি: তাকে তো এডভান্স লেভেলের প্রশ্ন করবে। আমাকে তো সেই প্রশ্নও করবে না চাকরিও দিবে না।

দেশ: বুঝলাম তোর বাপের টাকা নাই তুই পয়সা দিয়ে কোর্স করতে পারবি না। তুই অনলাইনে ফ্রি কোর্স করতে পারস। সেটার চাইতেও হাজার হাজার উপায় তোর সামনে ধরে রাখছি। তুই শুধু হাত মেলে ধরস না। ধর, নীলক্ষেতে রাস্তার পাশে অল্প দামে বই বিক্রি করে অনেক হকার। এই বইগুলি কই থেকে আসে? ওরা নিজেরা প্রিন্ট করে না আবার বাসায় বাসায় গিয়ে পুরাণ বই কিনে আনে না। এগুলা ভাঙ্গারিওয়ালারা কেজি ধরে বাসায় গিয়ে কিনে আনে, তারপর সেগুলা পাইকারি ধরে বিক্রি করে। সেই পাইকার ঘণ্টা চুক্তিতে লোক রেখে বাংলা-ইংরেজি বই, নিউজ পেপার, পুরাণ ম্যাগাজিন আলাদা করে। তারপর কিছু জিনিস রি-সাইকেল করার কাজে চলে যায়। কিছু জিনিস ঠোঙ্গা বানানোর কাজে যায়। কিছু জিনিস ভালো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে ।আর বাকিগুলো নীলক্ষেতের রাস্তায় যারা বই বিক্রি করে তাদের কাছে বিক্রি করার জন্য আরেক পাইকার কিনে আনে। সে নীলক্ষেতে এনে রাস্তার ছোটখাটো হাকারের কাছে বিক্রি করে। এই যে একটা সাপ্লাই চেইন এইটা নিয়ে স্টাডি করতে তোর বাপের টাকা থাকা লাগবে না।

---

আমি: কিন্তু এই স্টাডি করে আমি চাকরি কিভাবে পাবো?

দেশ: আরে গাধা, তুই এই প্রসেসটা স্টাডি করবি। তারপর দেখবি এই প্রসেসটা কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায়। ধর, তুই বের করলি, ইংরেজি যেই বই গুলা নতুনের মতো আছে সেগুলা নীলক্ষেতের রাস্তার হকারদের কাছ থেকে কিনার মতো কাস্টমার বেশি আসে না। তাই নীলক্ষেতের হকাররা এইসব বই রাখতে চায় না। তুই বুদ্ধি বের করলি নতুনের মতো দেখতে বইগুলা হকারের কাছে বিক্রি না করে, দোকানের কাছে বিক্রি করবে। এতে মিডল-ম্যানের প্রফিট বেশি হবে। সে বেশি লোক রেখে আলাদা আলাদাভাবে বাছাই করবে। তখন বেশি লোকের কাজের সুযোগ হবে। তুই ঘুরে ঘুরে আরও বের করলি, এইসব ভালো ভালো বই ধানমণ্ডি আর উত্তরার মিডল-ম্যানের কাছে বেশি থাকে। তারপর এই জিনিস নিয়ে সুন্দর কয়েকটা চার্ট বানাবি, একটা অপিনিয়ন হিসেবে বিডিনিউজ২৪ বা বাংলা ট্রিবিউন বা ডেইলি স্টার এর ক্যাম্পাসে দিয়ে দিবি। তারা ছাপাইলে তো ভালো। আর না ছাপালেও তুই তোর সিভিতে দিয়ে দিবি।

আমি: তাইলেই আমার চাকরি হয়ে যাবে?

---

দেশ: শুন, তোর সিভিতে এই জিনিস লেখা দেখলে, তোকে প্রশ্ন জিগ্যেস করবে। একইভাবে সাইফের সিভিতে তার কোর্সের নাম লেখা দেখলে তাকেও প্রশ্ন করবে। তোদের দুইজনের মধ্যে যে ভালো উত্তর দিতে পারবে তারই চাকরি হবে। তাছাড়া সে কোর্স করছে আর তুই নিজে উদ্যোগ নিয়ে বাস্তব দুনিয়ার একটা প্রসেস ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করছস। তুই আর সাইফ, দুইজনের ইন্টারভিউ একই রকম হলেও, তোর চাকরি হয়ে যাবে। কারণ তুই রিয়েল ওয়ার্ল্ড এর প্রবলেম নিজে উদ্যোগ নিয়ে ইম্প্রুভ করছস।

আমি: আমি না হয় নিজের স্বার্থের জন্য এই কাজ করলাম। এতে দেশের কি লাভ হবে।  
দেশ: দেশের লাভ নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না। তোর এই স্টাডি মিডল-ম্যানের কাছে শেয়ার করলে সে যদি দুইজন গরীব মানুষের রুটি রুজি বাড়াতে পারে সেটাই দেশের লাভ।

**December 14, 2015 (**<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153112238466891>)

নির্জন জায়গায় ডেট করতে যাওয়ার আগে ভালো করে ভেবে নিবেন। যার সাথে যাচ্ছেন, সে লংটার্ম রিলেশনের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড, নাকি শর্ট টার্ম ফান করার ব্যাপারে বেশি ইন্টারেস্টেড। সে যত হট, সেক্সি, কুল, সিক্স প্যাক, এইট প্যাক নিয়ে আপনার পিছনে ঘুরুক না কোনো। দুই মাসের মাথায় যার ভালবাসা সিসা লাউঞ্জ, ফ্রেন্ডের ফ্ল্যাটে গিয়ে প্রকাশ করতে হয়, তার ভালবাসা ঐ ফ্ল্যাট থেকে বের হওয়ার আগেই দুনিয়া থেকে হারিয়ে যায়। যে আবেগ যত দ্রুত ডিপ লেভেলে যেতে চায়, সে আবেগ তত দ্রুত তছনছ করে পালায়। ফলশ্রুতিতে জান জান বলে মুখে ফেনা তোলা ছেলেটা চার মাস পরে আর ফোন ধরে না, ম্যাসেজের রিপ্লাই দেয় না।

.

হট, সেক্সি কাউকে দেখলে আকর্ষণ বোধ করাটাই স্বাভাবিক। আর সে আগ বাড়িয়ে নক করলে, ঘন্টার পর ঘন্টা চ্যাট করলে, পুলকিত হওয়াটা আরো স্বাভাবিক। তার দক্ষ আবেগের ভাষা, ফেইক প্রেমের নেশা, একটু ইমোশন আর একটু ফিউচারের ভরসা, আপনাকে অন্তরঙ্গ কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করতেই পারে। কিংবা কৌশলে ফিজিক্যাল কিছু করার বিষয়ে প্রেসার দিতেই পারে। তবে যে সম্পর্ক শুধুমাত্র ফিজিক্যাল কিছু দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হয়, সে সম্পর্ক টিকে না। গ্যারান্টি।

.

আর অল্প বয়সের কলেজ, ভার্সিটির চেংড়া পোলাপানের নিজ থেকে আগ্রহ জাগতেই পারে। দুইজনের সম্মতিতে, দুজন ম্যাচুউরড, স্মার্ট মানুষ তাদের মধ্যে কিছু করার সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। তবে এই প্রাপ্তবয়স্ক স্মার্ট পোলাপানরাই, আনপ্রোটেক্টেড সেক্স করতে গিয়ে ভয়াবহ রকমের ফ্যাসাদে পড়ে। এমন ফ্যাসাদের তীব্রতা ১০% অনুমান করতে পারলে, আগে থেকেই বুঝে শুনে কাজকর্ম করতো। আরেক গ্রুপ আছে যারা- নিজেদের মধ্যে স্মৃতি ধরে রাখতে গিয়ে, ভিডিও ধারণ করে। তবে যারা স্মৃতি ধারণ করতে ভিডিও করে, তারা ভিডিও করার তিন মাসের মধ্যেই, ব্রেকআপ করে রিলেশনকে স্মৃতি বানায় ফেলে। তারপর সেই স্মৃতিময় ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়।

.

সো, প্রেম করো আর যাই করো। বুঝে শুনে করো।

**গত চারদিনে ৪৩ জনের সাথে আড্ডা দিয়ে যা শিখেছি November 29, 2015**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153089464566891>)

১. বাবা-মা জোর করে অন্য সাবজেক্টে ভর্তি করায় দিলে কিংবা পছন্দের সাবজেক্টে চান্স না পাইলে পড়াশুনা বাদ দিয়ে ফেইসবুকিং করা লাগবে। জিপিএ ভালো না থাকলে, সময়মত চাকরি না পাইলে চেষ্টা করা বাদ দিয়ে ফেইসবুকিং করা লাগবে। তবে কোনো প্রকার ব্যর্থতার কারণ হিসেবে ফেইসবুককে দায়ী করা যাবে না। দোষ যাবে চান্স না পাওয়া, বাবা মা কিংবা প্রেমিকার উপর।

২. দেশে যত মানুষ আছে তারচাইতে চারগুণ বেশি প্রেমিক আছে। তাদের প্রেম দেড় মাসের বেশি টিকে না। আর তার চেয়ে বেশিদিন টিকে গেলে, আবেগের তাড়নায় রিলেশন মেন্টাল থেকে ফিজিক্যাল হয়ে যায়। তবে ফিজিক্যালের মজার মজা কারো জন্যে চরম বোঝা হয়ে দাড়ায়।

৩. প্রেম আর ফেইসবুকের ডাবল এফেক্ট একসাথে একজনের ঘাড়ে চাপলে, তার সেমিস্টার ফাইনালে দুই-একটা F গ্রেডের দেখা মিলে। এ রকম ডাবল এফেক্ট ক্রিকেট খেলা দেখা আর ফেইসবুক, মুভি দেখা আর ফেইসবুক কিংবা প্রিমিয়ার লীগ আর ফেইসবুক দিয়েও হয়।

৪. যে যেই সাবজেক্টে চান্স পায়, তার সেই সাবজেক্ট নিয়ে ইন্টারেস্ট নাই। তবে পড়ালেখা বাদ দিয়ে যে বিষয়ে ইন্টারেস্ট আছে সেটা নিয়েও চেষ্টা করবে না। আসলে দুইটার কোনোটাই করবে না। তাই কারেন্ট সাবজেক্ট আর পছন্দের বিষয় একসাথে সংযোগ স্থাপন করবে না। পছন্দের বিষয় নিয়ে ক্লাস প্রজেক্ট সেট করবে না। কারণ তখন আর ফাঁকিবাজি করার অপশন হাতে থাকে না।

.

৫. যে জিনিস নিয়ে চেষ্টা করতেছে বা যা করা উচিত মনে করতেছে সেটা নিয়ে গত এক সপ্তাহ এমনকি গত এক মাসে এক ঘন্টা সময়ও কেউ ব্যয় করে না। কেউ যদি বলে ওয়ার্ড শিখছি। কি ওয়ার্ড শিখছে বলতে বললে দশটা ওয়ার্ড এর নাম বলতে পারে না। ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখছি বললে ভিডিও টিউটোরিয়ালে কি কি দেখছে সেরকম তিনটা জিনিসের নাম বলতে পারে না।

৬. যাদের ব্রেইন দুর্বল। কোনো কিছুতে মনোযোগ আসে না। সারাদিন বুই খুলে বসে থাকলেও একটা শব্দও মনে থাকে না। তাদের খেলার স্কোর, দোকানের নাম, খাবারের নাম মেনু ঠিকই মনে থাকে।

৭. যার জিপিএ খারাপ তার বন্ধুদের জিপিএ ও খারাপ। এবং তাদের সকলের ফ্যামিলির টাকা পয়সা খারাপ। বাবার চাকরী বা ব্যবসার মেয়াদও যায় যায় অবস্থা। তার উপরে আম্মুর শরীর খারাপ। সব কিছু নিয়ে টেনশন করতে করতে তাদের মাথা খারাপ। তাই চেষ্টা করার কোনো সময় নাই।

.

৮. বাংলাদেশের ৬০% মানুষ ফ্রিলাঞ্চিং করবে, ৩০% হায়ার স্টাডি করতে বিদেশ যাবে বাকী ১০% স্টার্ট আপ দিবে।

৯. ফার্স্ট ইয়ারে মনে হয় জিপিএ কমানোর চাইতে ভালো করে বুঝা ইম্পরট্যান্ট। সেকেন্ড ইয়ারে আসলে মনে হয় প্রেম করা, সারা দেশ ঘুরে বেড়ানো, ইংরেজি মুভি দেখে ওয়ার্ড শিখা ইম্পরট্যান্ট। থার্ড ইয়ারে আসলে মনে হয়- জিপিএ ৩ এর রাখতে পারা ইম্পরট্যান্ট। আর লাস্ট সেমিস্টারে আসলে মনে হয়- কোনোরকমে কোনো কিছু শিখে চাকরি বাগাইতে পারা ইম্পরট্যান্ট।

১০. যখনই প্রমাণ করা হবে। এইটা কোনো সমস্যা না, এইটা একটা ভুয়া অজুহাত। মুহূর্তের মধ্যে আরেকটা অজুহাত পয়দা করে ফেলবে। সেটাকে ভুয়া প্রমাণ করার সাথে সাথে আরেকটা অজুহাত দাড় করায় ফেলবে। সবার কাছে অজুহাতের বাক্স আছে।

.

আর আড্ডা থেকে আমার প্রাপ্তি- একজনের চুল কাটানো, আর একটা ইমেইল- "Thanks would be an under statement. I feel relieved n fresh. I was overwhelmed with my pain. Its unbearable but today when I was talking to you I feel like still there is hope in me.i can rebuild myself."

**November 15, 2015**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153068575806891>)

কেউ আপনার দিকে বল ছুড়ে মারলেই যে তাকে পাল্টা বল ছুড়ে মারতে হবে- এমন কোন কথা নেই। অপ্রয়োজনীয় বল কানের পাশ দিয়ে পিছনের জঙ্গলে চলে যেতে দিন। সব বল ধরতে গেলে, সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, অন্যের বলের পিছনেই আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে। নিজের বল আর খুঁজে পাবেন না। কারো ছুড়ে মারা বলের পিছনে ছুটার আগে এক মিনিট চিন্তা করে দেখেন- এক বছর পরে এই বল ছোড়াছুড়ি থেকে আপনি কি পাবেন? দেশ ও জাতি কি পাবে?

.

ইস্যুর পর ইস্যু আসবে। মতামতে পার্থক্য দেখানোর জন্য একটার পর আরেকটা টপিক আসবে। কিন্তু আপনার জীবন থেকে যে সময়টুকু চলে যাবে সেটা আর ফেরত আসবে না। আজ থেকে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর পরে আপনি থাকবেন না। আজকে সারাদিন এমন কিছু করে নষ্ট করবেন না, যেটার ফল এক বছর পরে, পাঁচ বছর পরে আপনি পাবেন না। দুই মিনিট কারো সাথে কথা বলা সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে দুই মিনিট কথা বলার পরের দুই ঘন্টা কাজে কনসেন্ট্রেট করতে না পারাটা। চিন্তা করে দেখেন- মাঝরাতে কাঁচা ঘুম থেকে উঠে ফ্রেন্ডের সাথে এক মিনিট আজাইরা কথা বলা সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে, এক মিনিট ফোনে কথা বলার পরের দুই ঘন্টা ঘুম না আসাটা। এই ঘুম ভাঙ্গানো ফ্রেন্ডের মাঝরাতে কল করা বন্ধ করতে হবে। দরকার হলে তাকে ব্লক মারতে হবে।

.

গ্লাস অর্ধেক খালি, না অর্ধেক পূর্ণ- সেটা নিয়ে ঝগড়া করতে গিয়ে গ্লাস ভেঙ্গে ফেলা যাবে না। ঘৃণা বা ঝগড়ার বল ছুড়ে ফাও প্যাঁচাল পারতে আসা ফ্রেন্ড বা পরিচিত মানুষকে বেশি চান্স দেয়া যাবে না। জীবনে সফল হতে হলে অপ্রয়োজনীয় সব বলকে ইগনোর করতে হবে। তারপরেও কেউ খুব বেশি জ্ঞান দিতে আসলে বলে দিবেন- "যা তুইই ঠিক বলছস। এখন দূরে গিয়া মর।"

**ইউ হ্যাভ টু ডু ইট – ৪ October 3, 2015**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153005359556891>)

আবারও ইমেইল - one of my friends,who studies in XXXX medical college told me, he yet couldn't find any strong side of him as every man has a particular strong side.he is not that good at anything.he asked me what is the reason? i couldn't answer. could u give an answer.he is obsessed with the pressure of medical college.

আমার উত্তর: he is good at obsession.

.

সিরিয়াসলি। হি ইজ গুড এট অবসেশন। অবসেশনে ভালো হওয়া চাট্টিখানে কথা না।

লাইফের নতুন কোন স্টেজে গেলে নিজের অজান্তেই অবসেশন শুরু করে দেয় অনেকেই। অনেকেই নতুন স্টেজে আসলে কনফিডেন্সের অভাবে পড়ে। করতে পারবো কিনা সেই সাহস পায় না। ভয় লাগে এবং ফলশ্রুতিতে হাত পা ছেড়ে বসে থাকে। কয়দিন পরে যখন দেখে অন্যদের কাছ থেকে পিছায় পড়ছে তখন ভয়ের পরিমাণ অনেকগুণ বেড়ে যায়। এবং আরো বেশি হতাশায় পড়ে, বসে বসে চিন্তা করে কিন্তু কাজ করাটা শুরু করে দেয় না। অবসেশনের আরেকটা কারণ হচ্ছে- ওভার কনফিডেন্স। খুবই সহজ মনে করে, ধরা কে সরা জ্ঞান না করা। এবং কিছুদিন পরে দেখা যায় পিছায় পড়ছে তখন আর উপায় না দেখে হতাশায় পড়ে।

.

আন্ডার বা ওভার কনফিডেন্স যে কারণেই অবসেশনে পড়ুক না কেনো। অবসেশন থেকে উদগিরণ হবার উপায় অবসেশন দিয়েই। যে কাজটা না করায় অবসেশন (ডিপ্রেশনে) পড়ে গেছেন। সে কাজটা করার জন্য অবসেশনে পড়ে যান। আপনি পিছায় পড়ছেন মনে করলে সে কাজটায় যে লেভেলে আছেন সেখান থেকেই শুরু করে দেন। বুঝে না বুঝে ঠেলার জোরে চালাতে থাকেন। কয়দিন পরে দেখবেন অন্যদের কাছাকাছি লেভেল চলে আসছেন। তখন শুরু হবে এগিয়ে যাওয়ার পালা। মনে রাখবেন অবসেশন শব্দটার খারাপ একটা মানে যেমন আছে, ভালো একটা মানেও আছে। ভালো মানে হচ্ছে - "কোন একটা কাজে এত বেশি ইন্টারেস্টেড হওয়া যে ঘন্টার পর ঘন্টা ঐটার পিছনে লেগে থাকে" যাকে বলে ওই কাজ নিয়ে অবসেশড। এই রকম অবসেশনে পড়তে পারলে অবসেশন ই এইটা বিশাল একটা স্ট্রেংথ।

**September 12, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152973185716891>)

গ্রীষ্মকালে আম পাওয়া বা খাওয়া যতটা সহজ, শীতকালে ততটাই কঠিন। জীবনের জন্য বিশাল কিছু বা ডিফারেন্ট কিছু করতে চাইলে সেটার ভিত্তি স্থাপন করা স্টুডেন্ট লাইফে যতটা সহজ, সংসার আন্ডা-বাচ্চা হয়ে গেলে ততটাই কঠিন। আর আপনার চিন্তাধারা যত বেশি ইউনিক, যত বেশি ডিফারেন্ট, যত বেশি আউট অফ দ্যা বক্স হবে, তত বেশি বাধা আসবে। সেটা হোক ফ্যামিলির কাছ থেকে, না হোক প্রিয়জনের কাছ থেকে কিংবা বন্ধু-বান্ধব বা তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে। তবে অন্যের কাছে থেকে বাধার চাইতেও বেশি ভয়ংকর হচ্ছে নিজের ভিতর থেকে আসা বাধা। ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা বা কনফিডেন্সের অভাব। এই কনফিডেন্সের অভাবটা আসে আউটপুট দেখতে না পাইলে। কোন একটা কিছু করতে গেলে টাইম খুব বেশী লেগে গেলে কিংবা কেউ কো-অপারেট না করলে।

.

সামনে রিস্ক, প্রেসার বা অন্ধকার থাকলে, ঝামেলায় পরে গেলে, সমূহ বিপদ দেখতে পেলে, নিজেই নিজের মনকে সাহস দেয়া অনেক সময় টাফ হয়ে যায়। তখন পরাজিত হবার ভয় কে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে এক টুকরা কাগজ নিয়ে লিখে ফেলুন আপনি কেনো আপনার জীবনের লক্ষ্যটা অর্জন করতে চান। দুইটা বা তিনটা পয়েন্ট লিখবেন। যতবার কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলবেন ততবার নতুন করে, নতুন একটা কাগজ নিয়ে লিখবেন। কিভাবে টার্গেট অর্জন করতে হবে সেটা নিয়ে না ঘাবড়িয়ে, কেনো করতে চান সেটা লিখবেন। কারণ ধৈর্য ধরে, নিজের স্বপ্নের উপর আস্থা রেখে, অধ্যবসায় চালিয়ে যেতে পারলে, চেষ্টা করতে থাকলে, কিছুদিন পরে একটা না একটা অল্টারনেটিভ রাস্তা বের হয়ে যাবে। আপনাকে শুধু লেগে থাকতে হবে। তবে ভুলেও, সিচুয়েশনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে, অল্প সময়ের জন্য হলেও গ্যাপ নেয়ার চিন্তা করা যাবে না। কারণ একটু গ্যাপ নিতে গেলে, একটু গ্যাপই সারা জীবনের গ্যাপ হয়ে যাবে। হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত।

.

ঝামেলা বেশি হইলে, প্রেসার খুব বেশি হইলে মনে রাখতে হবে- হালকা প্রেসার পাইলে কার্বন থেকে কয়লা হয় আর খুব বেশি তাপে, খুব বেশি প্রেসার হজম করতে পারলে ডায়মন্ড তৈরি হয়। “A diamond is just a piece of charcoal that handled stress exceptionally well.” ~Unknown

**August 1, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152887484471891>)

আপনার হয়তো ফ্রাইড চিকেন, বার্গার, নান্না মিঞার মোরগ পোলাও ভালো লাগে। কিন্তু মাছ ধরতে গেলে আপনি নিশ্চয়ই বরশীর হুকের মধ্যে বার্গার দিয়ে পানিতে ফেলবেন না। বরং মাছের যেটা পছন্দ সেটাই বরশীর হুকের মধ্যে দিবেন। সেটা হতে পারে ক্যাঁচো, ছোট মাছ কিংবা পাউরুটির টোপ। তারমানে কাউকে কনভিন্স করতে চাইলে, বশ করতে চাইলে তার পছন্দের জিনিস দিয়েই তাকে পটানো লাগবে। তবে, শুধু দুইটা বার্বিডল আর এক প্যাকেট চকলেট দিয়ে প্রপোজ করলেই, একটা রিলেশন বা একটা ফ্রেন্ডশীপ তৈরী হয়ে যাবে না। একটা রিলেশন তৈরী করতে হলে, অন্যের ভালো লাগা, চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তার কি টেনশন, তার কি সমস্যা, সেটার জন্য টাইম দিয়ে, তার ফিলিংস বুঝার চেষ্টা করলেই রিলেশনটা শক্তপোক্ত হবে। এইটা শুধু রোমান্টিক ক্ষেত্রে না, প্রফেশনাল ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারো কাছ থেকে কোন কিছু শিখতে চাইলে, কোন স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইলে, আগে তাকে হেল্প করেন, তারপরে তার কাছ থেকে হেল্প চান। শুধু নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে, লেজ গুটিয়ে পালানোর মতলব করলে, এক দুইটা স্বার্থ হাসিল করতে পারলেও, বাকি জীবন খাঁচায় বন্দি হয়ে থাকতে হবে।

.

এই গিভেন টেকের জিনিস শুধু স্বার্থ উদ্ধারের ক্ষেত্রে নয়, নিজেকে সুখী করার ক্ষেত্রেও অনেক ইম্পরট্যান্ট। অনেক পরিশ্রম করে, সাধনা করে, কোন কিছু জিনিস অর্জন করে ফেলতে পারলে সেটা লুকিয়ে রাখবেন না। মনে রাখবেন, আপনার এক একটা অর্জন, এক এক মুঠো রং এর মতন। সেই এক মুঠো রং পরিমাণে যত কমই হোক না কেনো, একটা পুকুরে মিশিয়ে দিতে পারলে, ছিটিয়ে দিতে পারলে, পুরো পুকুরটাই রঙিন হয়ে যাবে। আবার সেই একই মুঠো রং স্বার্থপরের মত লুকিয়ে রেখে, জমিয়ে শক্ত পাথর করে ফেললে, হয়তো আপনার শো-কেইসের তাঁকে আরেকটা পাথর বাড়বে। কিন্তু সেই পাথর সাইজে যত বড়ই হোক না কোনো, সে পুকুর, নদী কিংবা সাগরকে রঙিন করে তোলার আনন্দ পাবে না। কারণ একা একা সফল হওয়া গেলেও, সুখী হওয়া যায় না। সুখী হতে হলে সফলতা শেয়ার করতে হবে। অন্যের মাঝে আপনার সফলতা যত বেশি ছড়ায় দিতে পারবেন, তত বেশি সুখী হবেন।

**ফেইক লাভ গুরু-৪ July 24, 2015**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152872773781891>)

একটা ইমেইলের শেষ অংশ- now i am totally drowned. just a looser at my locked room. i dont know how will i attend my mid term or complete my papers......i am at a loss....please say something...even cant commit suicide cos i am the only child of my parents...what will i do????... i just wanna die.

.

আমার উত্তর:

তোর জীবনটা কি এতই সস্তা? তুই কি নর্দমার মশা? যার যখন খুশি থাপ্পড় দিয়ে মেরে ফেলবে? এই জন্য কি তোর বাপ মা তোরে পয়দা করছে? ঐ তিন চার বছরের প্রেমের চাইতে কি তারা তোকে কম ভালবাসা দিছে? তুই কার জন্য জীবন দিয়া দিতে চাস? সে কি তোকে সত্যিকারের ভালবাসছে? না, ভালবাসে নাই। আসলে তুই একটা ছাগল, মস্ত বড় ছাগল। সে তোকে সত্যিকারের ভালোবাসলে, তোর কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে বলতো না, তুই কেন পড়ালেখায় ভালো না, কেনো দেখতে ফর্সা না, ফ্যামিলি লেভেল কেনো এত উঁচু না। এইগুলা হচ্ছে ভালো না বেসে টাইম পাস করার সিগন্যাল। এখন তোর চাইতে ভালো কাউরে পাইছে তাই তোকে ডাস্টবিনে ফালায় দিয়া আরেকজনের গলায় ঝুলে পড়ছে।

.

তুই আসলেই বড়সড় রকমের গাধা। নাইলে, যে চলে গেছে তারজন্য খাওয়া-দাওয়া পড়ালেখা ছেড়ে, রুমের মধ্যে ঘাপটি মেরে, চোখের পানি ফেলতি না। নিজের জীবন শেষ করে দেয়ার কথাও ভাবতি না। শুন, কাউরে হাতে পায়ে ধরে ফিরায় আনলেও লাভ হয় না। যে যাওয়ার সে দুইদিন পরে ঠিকই চলে যাবে। সে কিন্তু আরামেই আছে আর তুই ধুকে ধুকে পচে নর্দমা হয়ে যাচ্ছিস। তোর জীবনে আর কিছু নাই? যে তোকে, তোর আবেগকে, তোর ভালোবাসাকে চার আনা দাম দেয় নাই, তাকে ছাড়া তোর জীবন চলবে না? তুই কি একা একা নিজের পায়ে দাড়াতে পারবি না? সে যখন ছিলো না তখন কি তোর জীবন চলে নাই? সে চলে গিয়ে তোর যতটুকু লস করছে, তার চাইতে বেশি লস করতেছস সেটাকে আগলে ধরে রেখে। যত নরম হবি, তত বেশি ক্ষতি হবে। তারসব কিছু বাথরুমে ফ্ল্যাশ করে দে। ফেইসবুকে, মোবাইলে, ইমেইলে যা আছে সব ডিলিট করে দে। তার ছেড়ে যাওয়ার ধাক্কা থেকে নিজের ভিতরে শক্তি সঞ্চয় কর। জীবনের লক্ষ্যটাকে ঠিক কর। দিন রাত অমানুষের মত পরিশ্রম কর। বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সাথে মিলে মিশে, নতুন এক উচ্চতায় তোর জীবনকে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা, তার ছেড়ে যাওয়ার ভিতরেই পেতে পারিস। অবশ্যই পারিস। তার আসার আগেও পারছিলি। তার চলে যাওয়ার পরেও পারবি। তোর কোয়ালিটি, তোর সম্ভাবনা কে উপেক্ষা করে অন্য কারো কাছে যে চলে গেছে, পাঁচ বছর পরে তার চোখের সামনে চোখ রেখেই বলতে পারবি- your punch made me stronger and better. পারবি তো?

[June 10, 2015](https://web.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152774604981891)

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152774604981891>)

**গত মাসে একজন ইমেইল দিয়েছিল -**

আমরা ৫ ভাই এক বোন। আমি ভাইদের মধ্যে ২য়। বোন সবার বড়। বোনটাকে বিয়ে দিয়েছি (২০১৩) বাড়ির সবার সাহায্যে। বড় ভাই টেইলার। পারলে মাস দুমাসে বাড়িতে ২০০০-৩০০০ টাকা দেয়। আমার বাবা গ্রামের ইউনিয়ন অফিসের একজন দফাদার(বেতন ২০০০টাকা)। নিয়মিত গাজা/সিগারেট জাতীয় ধূমপান করে, অকথ্য অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। প্রত্যেকদিন রাত ১১-১২ টায় বাসায় আসে। ভাতটাত খেয়ে গাজা খেয়ে রাত ১টা অথবা ২টায় ঘুমায়। সকাল ৯-১০টা বাজে ঘুম থেকে উঠে।  
আমি যখন প্রাইমারী স্কুলে পড়তাম তখন স্কুল থেকে ফিরে এসে প্রায় দিন দেখতাম আমার আব্বা আম্মাকে বকাবকি করে লাঠি নিয়ে দৌড়িয়েছে। তাছাড়া বাবা প্রায় সবসময় আমাদের ভাইবোনদেরকে মারধর করে আর কড়া গলায় ধমক দেয়। সময়ে-অসময়ে, কারণ-অকারণে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। সামান্য কারণে রেগে যায়, প্রচুর বকাবকি করে। আর সবসময়ই সংসারে অভাব অনটন লেগে থাকত (এখনও থাকে)। অনেক কষ্ট করে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। জীবনে কোনও প্রাইভেট পড়িনি। এমন অনেক দিন গিয়েছে যেদিন আমরা নুন মরিচ দিয়ে একবেলা খেয়ে দিন পার করে দিয়েছি। খেয়ে-আধা খেয়ে বড় হয়েছি। আম্মার আত্মীয় স্বজনদের দেওয়া পুরাতন কাপড় চোপড় পড়ে স্কুলে গিয়েছি। এভাবে বড় হয়েছি একটা পুঁটি মাছের আত্মা নিয়ে।

এইত কয়েকদিন আগে আম্মার সথে ঝগড়া করে লাঠি নিয়ে দৌরিয়েছে। আমি গিয়েছিলাম ফেরাতে, আমাকে উল্টো লাঠি দিয়ে মারতে আসছে। প্রতিবাদ করার মত সাহস পাইনা। কিছু বলতে গেলেও মুখ থেকে যেন কিছু বেরোওনা। জীবনেও বাবার মুখের উপর কোন কথা বলিনি। একবার বলেছিলাম, আপনার এখন বয়স হয়েছে আর আমরা বড় হয়েছি, এখন এসব খারাপ ভাষায় বকাবকি করতে লজ্জা হয়না? তখন আমাকে ধমক দিয়ে বলেছে, I say get out! আমি মাথাটা নিচু করে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলাম। আরেকদিন বাজারে সবার সামনে বকাবকি করেছিল। সেদিন আম্মার কাছে ফোন দিয়ে কান্না করেছিলাম আর বলেছিলাম আর কোনদিন বাড়িতে আসবনা। এরকম ঘটনা বহুত আছে নাইবা বললাম।

.

পড়ালেখায় এতটা খারপ ছিলাম না। ক্লাস ৪ এ রোল নং ছিল ৪। আমি যখন ক্লাস ৮ এ উঠি (রোল হয়েছিল ৮) তখন (রেজাল্ট দেওয়ার আগে) আমাকে একটা মুদি দোকানে কাজ করার জন্য অনেক দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানের কষ্টের কথা নাইবা বললাম। যাহোক একমাস শেষে ৫০০ টাকা পেয়ে আব্বাকে দিয়েছিলাম। তারপর এসে স্কুলে ভর্তি হয় এবং কম্পিউটার (MS office) শিখেছিলাম ফ্রিতে। বাবা ভর্তি করিয়ে কোন কোর্স ফি দিতে পারেনি। সেখানেও অনেক কষ্টে নিজে নিজে একটা ডায়েরি থেকে দেখে দেখে MS Office শিখেছিলাম। উল্লেখ্য যে, বাবা আমাকে কোন সময়ই আমার পড়ালেখা অথবা অন্য কিছুতে কোন টাকা দিতে পারেনি।   
তারপর UISC (Union information & service center) তে উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করি প্রায় ৩ বছর। এখানে থেকে নিজের স্কিল ডেবলাপ করেছি এবং একটা পিসি কিনেছিলাম। বর্তমানে ফ্রিলেন্সিং করছি প্রায় ৬ মাস ধরে একজন ওয়েব ডিজাইনার হিসেবে। কাজটা শিখেছিলাম শখের বশেই নিজে নিজে। ফ্রিলেন্সিং কাজ এর জন্য UISC এর ছেড়ে দিতে হয়েছে। কয়েকমাসে ৮০ হাজারের মত টাকা বাড়িতে দিয়েছি। আব্বাজান ভাল ব্যবহার করে যখন তার হাতে টাকা তুলে দেয়, টাকা না দিতে পারলে বকাবকি। এই টাকা দিয়ে বাবা একটা ঘর বানিয়েছে আমার কথামত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আব্বাজান ঘর করতে গিয়ে আক্কেল জরিমানা দিয়ে প্রায় ৬০ হাজার টাকা কর্জ করেছে। আমি বর্তমানে HSC পরীক্ষা দিচ্ছি। সেজন্য কোন কাজও করতে পারছিনা দু মাস যাবৎ। তবুও পরীক্ষার ফাকে কিছু কাজ করে ঘরের আসবাবপত্র কিনেছি। পরীক্ষা শেষ হবে এ মাসের ১১ তারিখ। আর এদিকে আমাকে অনেক দিন ধরে টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। সব বাকিওয়ালারা এসে এখন চাপ দিচ্ছে টাকা দেওয়ার জন্য। কিন্তু বর্তমানে কাজে এপ্লাই করেও কাজ পাচ্ছিনা তাই পড়ে গিয়েছি মহা মুশকিলে। উল্লেখ্য, আমি আগে থাকতাম গরুর ঘরে। এই ভাঙ্গা ঘরে আমার পিসির যথেষ্ট নিরাপত্তা ছিলনা।

পরীক্ষা, পড়ালেখা, ইনকাম, কাজ শেখা, ঋণের চাপে খুবই হতাশায় দিন কাটছে। কিভাবে এসব সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারি এবং এই মুহুর্তে কি-ইবা আমার করণীয়, বাবাকে কিভাবে ভাল করতে পারি...

.

আমার উত্তর: আমি নিশ্চিত আপনি অলরেডি উতরে যাওয়ার রাস্তা ধরে ফেলছেন। আপনার চেষ্টা, সাধনা, সংগ্রাম অনেকেরে প্রেরণা জোগাবে। জাস্ট ধৈর্য্য ধরে লেগে থাকুন। উপায় ঠিকই বের হয়ে যাবে।

**April 11, 2015 গুরু নাম্বার - ৬**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152648233541891>)

আমরা এতো এতো ব্যস্ত থাকি যে, নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য টাইম বের করতে পারি না। আর কেউ যদি ভোর ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত গ্যাস পাম্প স্টেশন কাজ করে, তার তো দম ফেলানোরই সুযোগ থাকার কথা না। তারপরেও Colonel Sanders কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরিবারের সদস্যের জন্য খাবার বানাতেন আর চেষ্টা করতেন, গ্যাস কিনতে আসা কাস্টমারের কাছে সে খাবার বিক্রি করতে। কোন কাস্টমার না পাইলে নিজেরাই খেয়ে ফেলতেন। শুধু যে খাবার বিক্রি করতেন তা কিন্তু না, কাস্টমার আসুক বা না আসুক, চিকেনের মধ্যে বিভিন্ন ফ্লেবার/মশলা দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে সিক্রেট রেসিপি বের করার সাধনা চালিয়ে যেতে থাকলেন। একটু একটু করে সেই সাধনা কয়দিন চালাইছিলেন জানেন? এক-দুই দিন না, এক-দুই বছর না। ১১ বছর।

.

১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে একটা রেস্টুরেন্ট দিয়ে বসলেন তখন তার বয়স ৪৯ বছর। ভাগ্য এতই খারাপ যে, চার মাস না যেতেই নভেম্বর মাসে আগুনে পুড়ে যায় স্বপ্নের রেস্টুরেন্ট ও পার্শ্ববর্তী মোটেল। পুড়ে যাওয়া সেই রেস্টুরেন্ট আবারো দাড় করালেন। কয়েক বছর পরে, বাদ সাধলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনীতির চাপ। রেস্টুরেন্টে কাকপক্ষীও আসে না। বাধ্য হয়ে ব্যবসা বন্ধ করে কফি শপে, ইন্সুরেন্সের সেলসম্যান হিসেবে কাজ করতে শুরু করলেন।

.

৬০ বছর বয়সে যখন রিটায়ার্ড করার কথা, তখন রিটায়ার না করে একটার পর একটা রেস্টুরেন্টে যেতে লাগলেন। নিজের সিক্রেট রেসিপি দিয়ে চিকেন বানিয়ে রেস্টুরেন্টের কর্মচারী, মালিক ও কাস্টমারদের খাওয়াতেন। একটাই আশা, ওরা পছন্দ করে তার সিক্রেট রেসিপি অনুযায়ী চিকেন পরিবেশন করলে Colonel কিছু টাকা পাবে। কিন্তু কেউ রাজি হতো না। এইভাবে চলতে চলতে নিজের সব টাকা শেষ হয়ে আসতে লাগলো। Corbin, Kentucky তে শুরু করা Kentucky Fried Chicken (KFC) এর ফার্স্ট রেস্টুরেন্টে বিক্রি কমে যাওয়ায়, সেটা বিক্রি করে লোন পরিশোধ করা লাগলো।

.

৬৫ বছর বয়সে সব কিছু হারিয়ে, শেষ ভরসা বৃদ্ধ-ভাতা। ভাতা হিসেবে প্রথম মাসে ১০৫ ডলার পাওয়ার পর, নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলেন না। কারণ, Colonel Sanders হারতে পারে কিন্তু ছাড়তে পারে না। পুরাণ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নিজের রেসিপি নিয়ে ছোট ছোট ফ্রানচাইজ রেস্টুরেন্ট খোলার জন্য লোকজনকে কনভিন্স করতে। ধারণা করতে পারবেন, সর্বপ্রথম কোন একটা রেস্টুরেন্টকে রাজি করানোর জন্য কতগুলা রেস্টুরেন্টের কাছে যেতে হয়েছিলো? একটা না দুইটা না, ১০০৯ টা রেস্টুরেন্ট। সেই ৬৫ বছর বয়স থেকে ৭৪ বছর বয়স পর্যন্ত নিজেই মার্কেটিং করে USA, কানাডা, ইংল্যান্ড, মেক্সিকো সহ অনেক দেশে KFC এর ৬০০ টি ফ্রানচাইজ খুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৯০ বছর বয়সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত KFC এর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে গেছেন।

.

Colonel যদি ৬৫ বছর বয়সে শুরু করে তার ড্রিম সাকসেসফুল করতে পারে, আপনি কেনো আপনার বর্তমান বয়স থেকে শুরু করতে পারবেন না? গ্যাস স্টেশনে দিন রাত কাজ করার পরেও নিজের স্বপ্নের জন্য একটু একটু করে সাধনা চালাতে পারলে, আপনি নয়টা - পাঁচটা ডিউটি করে কেনো পারবেন না? Colonel তার স্বপ্নের জন্য সলিড ভালবাসা তৈরী করতে পেরেছেন বলেই, শত শত লাত্থি উষ্ঠা খাওয়ার পরেও সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য ফিরে এসেছেন। আমরা কি আমাদের ড্রিমটাকে সে রকম ভালবাসতে পেরেছি? না পারি নাই। সেজন্যই তো আমরা অল্পতেই ছেড়ে দেই। সহজেই ভুলে যাই, কি হতে চেয়েছিলাম আর কি হয়ে রইলাম। সময় নাই, বয়স নাই, মুড নাই, টাকা নাই, অজুহাতের শেষ নাই। আসল কথা হচ্ছে, সঠিক ইচ্ছা নাই, স্বপ্নের প্রতি ডেডিকেশন নাই। স্বপ্ন পোক্ত হইলে, আপনি ভুল করতে পারেন, হেরে যেতে পারেন কিন্তু ছেড়ে দিতে পারেন না।

February 15, 2015 ফেইক লাভ গুরু - ৩

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152541453346891>)

8 (eight) bochor relation er por gf fb te sms diye bolce agami porshu amar biye.... then biye kore felece.... samne amar thesis defense... kichutei mon boshate parchi na.... vai emon kichu bolen jate sahosh fire pai

আমি: ডিফেন্স কবে?  
প্রেমিক: May, End of May.  
আমি: মে মাসে ডিফেন্স আর আপনি এখন কনসেন্ট্রেশন নিয়ে টেনশনে পড়ে গেছেন?   
প্রেমিক: Experimental work a onek pichiye porchi  
আমি: আরে ভাই, সারা বছর ঠিক মতো কাজ করলে, দুই-তিন দিনে আপনি পিছায় পড়তেন না। আসল কথা হচ্ছে, সারা বছর ফাঁকিবাজি করছেন আপনি। আর দোষ প্রেমিকার উপর চাপায় দিয়ে নিজে সাধু সাজতে চাচ্ছেন!! সো, নিজের দোষ স্বীকার করেন।  
প্রেমিক: Ha ha ha. Na vai

---

আমি: নিজে যেহেতু কাজ ঠিক মত করেন নাই। দোষ আপনার, আপনার প্রেমিকার না। সো, এখন কঠিন একটা রুটিন বানান। ল্যাব এ যতটুকু কাজ করা দরকার বা যতক্ষণ থাকা লাগবে, ঐ টাইমে ল্যাবে মাস্ট থাকতে হবে। যত ক্ষিধা লাগুক, যত বাথরুম চাপুক, ল্যাবের বাইরে যাওয়া যাবে না। এবং কাজ শেষ না হইলে খাওন নাই তো নাই। আপনার আজকের কন্ডিশনের জন্য আপনিই দায়ী, অন্য কেউ না। আজকে যদি আপনার গার্লফ্রেন্ডও আপনার সাথে থাকতো, আপনার কন্ডিশন একই থাকতো।  
প্রেমিক: I m not accusing her.

---

আমি: আপনার বরং খুশি হওয়া উচিত। আপনার প্রেমিকা থাকলে, ফেইসবুকে ঝগড়া করতেন, ফোনে কথা বলতেন, ভাইবারে চ্যাট করতেন, এই উইশ, ওই উইশ, এই ডে, ওই ডে করতে করতে বছর শেষ। এখন আপনি আরো অনেক বেশি সময় পাবেন। আপনার কাজগুলি আরামসে শেষ করতে পারবেন।

---

প্রেমিক: why chole gelo...  
আমি: যে চলে যাবার সে চলে যাবেই। চাহে, থিসিসের আগে বা থিসিসের পরে কিংবা বিয়ের পরে। যে, চলে যাবার সে চলে যাবেই।

প্রেমিক: Karon chara keu jay jantam na vai  
আমি: কারণ একটাই। উনি আরো বেটার অপশন পাইছেন।   
প্রেমিক: Nope  
আমি: u r not the best person in the world.   
প্রেমিক: Might be. But why

---

আমি: কারণ ধুয়ে আপনি পানি খাবেন? গলায় মেডেল হিসেবে ঝুলায় রাখবেন? বাসার দেয়ালে ফ্রেমে বাধাই করে রাখবেন? শুনেন, কারণ জানা না জানা দিয়ে, আউট-কাম চেইঞ্জ হবে না। সো, কারণ জানার জন্য টাইম ওয়েস্ট করবেন ক্যান?   
প্রেমিক: should have thought about it  
আমি: আপনি এক কাজ করেন। বাসার সিলিং এর দিকে তাকায় থাকেন। দাড়ি সেইভ না করে, মজনু হিসেবে ঘুরে বেড়ান।

---

প্রেমিক: Vai karon tai khujte cilam  
আমি: ভাই, এখন কারণ খুঁজতে গিয়ে, উনি বা উনার ফ্রেন্ড, যাদের কাছে কারণ জানতে চাইবেন, তারা আপনাকে ইগনোর করবে, কল ধরবে না, মেসেজের রিপ্লাই দিবে না। আপনাকে অপদস্থ এবং নেগলেক্ট করার কারণে, আপনার মন আরো খারাপ হাবে। এইভাবে তিন-চার সপ্তাহ নষ্ট করবেন। এইসব করতে করতে মে মাস চলে আসবে, আপনার প্রফেসর বাবাজি মে মাসে আপনার থিসিস যখন ফাঁকা দেখবে। তখন, আপনার প্রেমিকার বিয়ের কারণ দেখে, উনি আপনাকে ডিগ্রী দিবে না। বড় জোড় পশ্চাদ দেশে একখান আঘাত করে, দেশে ফিরত যাওয়ার টিকেট ধরায় দিবে। একজনরে তো হারায়ছেনই, এখন ডিগ্রী/ক্যারিয়ারের চৌদ্দটা না বাজালে আপনার শান্তি হবে না। its ur life, u have to roll it...in the direction u want to roll.

প্রেমিক: Bujci vai....  
আমি: all the best

February 13, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152537685686891>)

সকালে, টিএসসির মোড়ে সুন্দরী একজনকে দেখে ছেলেটা সাহস করেই বলে বসলো, "Do you have a date for Valentine’s Day?"  
মেয়েটা দুই সেকেন্ড সময় নিয়ে বললো, জ্বি, "Today is, February 14th'"

দম ফেলানোর আগেই পিছন থেকে মেয়েটার বয়-ফ্রেন্ড এসে ছেলেটাকে জিগ্যেস করলো, তুমি ভ্যালেন্টাইন্সডে তে কি করতেছ?  
ছেলেটা জবাব দিলো, I'm gonna spend Valentine ’s Day with my ex...... Box one.

.

ছেলেটার দিনটা অনেক ভালো কেটেছে, কারণ -

১. সকালে যতক্ষণ ইচ্ছা ঘুমাতে পারছে। চোখ কচলাতে কচলাতে, গোসল না করেই, রিংটোনে জেগে উঠে, দোকানে একটা গোলাপের দাম ৪৫০ টাকা দেখে, চোখ কপালে উঠিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে কারো কাছে গিয়ে বলতে হবে না, সব গোলাপ শেষ হয়ে গেছে।

২. গতবছর ভ্যালেন্টাইন্স ডে তে কি পাঞ্জাবি ছিলো, তার আগের বছর কি ছিলো। ঐগুলা বাদ দিয়ে, ডিফারেন্ট কিছু পরার জন্য চিন্তা করা লাগে নাই। অন্য কারো সাথে ড্রেস ম্যাচিং হয় নাই বলে, সারাদিন ঘ্যানর ঘ্যানর শুনা লাগে নাই। ওই কাপলরে কত সুন্দর লাগতেছে। ছেলেটা কত্ত সুন্দর জামা পড়ছে। আর তুমি কি পরছ। আবার শার্টের হাতায় ময়লা। এইসব শুনা লাগে নাই।

৩. আজকে সকালে কোথায় দেখা করতে হবে। সেটা নিয়ে গত তিন সপ্তাহ ধরে গবেষণা করা লাগে নাই। একবার ডিসিশান নেবার পর চৌদ্দবার জায়গা আর সময় চেইঞ্জ করা লাগে নাই।

৪. হুট করে অন্য কোন ফ্রেন্ড যদি ফোন করে বলে, কিরে তুই কই , আজকে তমালের মোবাইলে তার চুপা গার্লফ্রেন্ডের ছবি ধরা খাইছে। ওরে ছিলা দিচ্ছি। সবারে খাওয়াচ্ছে, তুই খাইতে চাইলে এক্ষুনি বনানি স্টারে চলে আয়। এইটা শুনে আপনাকে মন খারাপ করে আরেকজনের সাথে বসে থাকা লাগবে না। লাফাইতে লাফাইতে, ফাও খাওয়া খাইতে যাইতে পারবেন।

----

৫. রাস্তায় কোন পক্ষীর ডানা ঝাপটানো দেখলে, আসতে করে বাম চোখ অর্ধেক বন্ধ করতে পারবেন, কারো থাপ্পড় খাইতে হবে না।

৬. কারে কারে ফেইসবুকে ম্যাসেজ দিছেন, উইশ করছেন বা কমেন্ট করছেন, সেটা নিয়ে কৈফিয়ত দিতে হবে না। অমুকরে আন-ফ্রেন্ড, তমুকের প্রোপিকে লাইক দেয়া যাবে না। এই রকম চব্বিশ ঘন্টা কানে ধরে উঠা বসা করাবে না কেউ।

৭. ইচ্ছামতো যতজনরে খুশি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট সেন্ড করতে পরেন। একসেপ্ট না করলে, রিকোয়েস্ট ক্যানসেল করে আবার সেন্ড করতে পারেন। তারপরেও একসেপ্ট না করলে পোক করতে পারেন, ম্যাসেজ দিতে পারেবেন। কেউ বাধা দিবে না।

৮. ফুল, চকলেট কিনার পর, গিফট তারপর বাফেট লাঞ্চ। হিসাব করে দেখছেন, কত টাকা চলে গেলো। তারউপ্রে, আপনি গিফট দিছেন, কিন্তু ও দেয়নি। বা আপনার গিফটের চাইতে সস্তা - ফালতু একটা গিফট দিছে, এইটা নিয়ে মন খারাপ করা লাগবে না।

---

৯. হুট করে ধরা খাইলে, কাউরে বলা লাগবে না। না না আমরা জাস্ট ফ্রেন্ড।

১০. বাসা থেকে বের হবার সময় মিথ্যা কথা বলা লাগেনি, ক্লাসে যাচ্ছি। লাল পাঞ্জাবি পরে।

১১. বিশিষ্ট দার্শনিক বলেছেন “একদিন যুগলদের, ৩৬৪দিন সিঙ্গেলদের" অনেকটা একদিন চোরের সাতদিন গৃহস্থের মতো

১২. আজকে আপনি হয়তো SAD কারণ এইটা Singles Awareness Day । কিন্তু ওদের জন্য এই মাসের বাকি দিনগুলি sad কারণ, এই মাসে, আজকেই শেষ সকালের নাস্তা খাওয়া। ফুল, চকলেট আর ফুচকা কিনতে গিয়ে টিউশনির সব টেকা শেষ। বাকি মাস খাবে কি?

January 30, 2015 -- ফেইক লাভগুরু -২

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152512157826891>)

আবারো ইমেইল -

"ekjon ke valobasi kintu take bolte parteche na... bujhi je tar joggo na... ta take bolar jonno cesta kortesi kintu parteche na... abar joto bar e vulte chai totobar e tar samne ase darai.... Ekhon bujhte partesi na ki korbo? Jake valobasi take ki bole dibo... ekhane o onek problem. reject hoyer chance 99.99999999999999999999999999999999999999999%.. Ami tar joggo na..Ekhon obostha holo na pari gilte na pari felte....ekhon ki korbo????????

Ekhon vaiya bolen ki kora uchit???""

- edited original email due to privacy

আমার উত্তর:

সমাধান একটাই, নিজের যোগ্যতা বাড়ান। নিজেরে যোগ্য করে তুলতে পারলে, এইটার চাইতে অনেক অনেক বেশি যোগ্য আপনার পিছে এসে ঘুরবে। আর যোগ্যতা না থাকলে একটা পিপড়া এসেও কামড় দিবে না (মিষ্টি কিছু নাই বলে)।   
.  
.  
সিনেমা নাটকের ভালবাসা হয়, ইমোশন দিয়ে। আর বাস্তবের ভালবাসা, অনেক সময়, ইমোশনের চাইতে, লাভ-ক্ষতির হিসাব বেশি হয়।   
.  
.  
ধরেন আপনি বলতে গিয়ে রিজেকশন খাইছেন। একেতো রিজেকশনের কষ্ট, তার উপর লজ্জা। অন্যরা হাসাহাসি করবে। চান্স পাইলে টিটকারী মারবে। এখন তাও ওর সামনে একটু আধটু আসতে পারতেছেন। তখন মোটেও আসতে পারবেন না। লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যাবে। এইগুলার কোনটাই ভালো হবে না। আর প্রপোজ করে যেহেতু লাভ হবে না। তাই চেপে যান। একদম গিলে ফেলে, বাথরুমে ফ্ল্যাশ করে দেন।   
.  
.  
প্রেম-পিরিতি ছেড়ে পড়ালেখা বা ভলান্টিয়ার বা নিজের প্যাশন রিলেটেড কিছু কাজকর্ম শুরু করেন বা টিউটোরিয়াল দেখেন।   
.  
.  
শেষকথা: আজকে থেকে, রোমান্টিক হিন্দি সিনেমা দেখা বন্ধ। আর গান শুনলে, ওয়ান এন্ড অনলি, মান্না দে।

January 19, 2015 গুরু নাম্বার - ৫

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152494383286891>)

হালকা একটু আঙ্গুল কেটে গেলে, পানি ধরতে বা মেখে মেখে ভাত খাইতে না পারলে, একটু আধটু মেজাজ খারাপ হইতেই পারে। আবার নতুন জুতা পড়লে, জুতার শক্ত পাশ পায়ের সাথে লেগে ব্যথা বা ফোস্কা পড়ে গেলে হালকা বিতৃষ্ণা আসতেই পারে। কিন্তু কখনোই কি এমন কারো সাথে নিজেকে তুলনা করে দেখছেন, যার একটা হাত বা একটা পা নাই। আপনার কষ্ট কি, তার কষ্টের চাইতে চাইতে বেশি? আপনার ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জগুলা কি, তার চ্যালেঞ্জগুলার চাইতে বেশি? আপনার হতাশ হবার, ছেড়ে দেয়ার কারণ, তার কারণের চাইতে বেশি?   
.  
.  
Nick Vujicic এর জন্ম থেকেই দুই হাত নাই। নাই তো নাই একদমই নাই। খালি গায়ে তাকে দেখলে আপনি ভাববেন, কে যেনো লেভেল করে তার কাধের সাথে সমান করে দুই হাত কেটে নিয়েছে। একটু কি চিন্তা করে দেখছেন, সে কিভাবে ভাত খাবে। কিভাবে হ্যান্ডশেক করবে, মন খারাপ হলে, কিভাবে তার আম্মুকে জড়িয়ে ধরবে? পরীক্ষার হলে, কলম ধরবে? কিবোর্ডে টাইপ করবে? ফেইসবুকে স্টাটাস দিবে? চিন্তা করে দেখছেন? না দেখেন নাই। দেখেন নাই বলেই, আপনার এত কিছু থাকার পরেও এত্ত এত্ত বিতৃষ্ণা। দুই পয়সার কষ্ট করার আগেই, দুই বস্তা অভিযোগ। ভালো লাগে না, মজা পাই না, টায়ার্ড হয়ে আছি। আমারে দিয়া হবে না। বেশি কিছু করা লাগবে না, জাস্ট পাচ মিনিটের জন্য একটা হাসপাতালে যান। দুই মিনিটেই বুঝতে পারবেন, আপনি কত ভালো আছেন। কত আরামসে আছেন।   
.  
.  
আমরা সাতার শিখতে গেলে, একটা খুটি বা সুইমিং পুলের কিছু একটা ধরে পা দিয়ে পানিতে কিক মারতে থাকি। পা দিয়ে কিক মেরে মেরে, পানি দূরে সরিয়ে, সাতরিয়ে সামনে আগানোর চেষ্টা করি। কিন্তু Nick Vujicic, হাত দুটো, নাই তো নাই, জন্ম থেকে পা দুইটাও নেই। এক পায়ে শুধু তিন-চার ইঞ্চি লম্বা একটা আঙ্গুল আছে। একটু ইমাজিন করার পাওয়ার থাকলে, আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন, এই একটা আঙ্গুল দিয়ে, পানি কিক মেরে দুরে সরিয়ে সাতার কাটা ইম্পসিবল। আপনি ডাঙ্গর ডাঙ্গর দুইখান পা, সুস্থ-সবল দুই হাত নিয়েই পারেন না। আর এই ছেলে, যার হাত নাই, পা নাই, সে কাটবে সাতার? কারো যদি সাতার কাটা শিখতে গিয়ে পালিয়ে আসতে হয়, কোন কিছু ছেড়ে দেয়ার সত্যিকার কারণ থেকে থাকে, সে হচ্ছে Nick Vujicic। আমি-আপনি না।   
.  
.  
তাই বলে, Nick ঘরে বসে থাকেনি। সুইমিং পুলে গেছে, সাতার শিখতে গিয়ে, পানি খাইছে, ডুবে যেতে বসেছে। তবুও সাতার শিখার চেষ্টা ছেড়ে দেয়নি। একবার দুইবার না, একশ-দুইশ বার না, ঘন্টা পর ঘন্টা চেষ্টা করে, সাতার শিখার সাধনা চালিয়ে গেছে। পা নাই, তাই পা দিয়ে কিক মারার সিস্টেম নাই। তারপরেও বিভিন্ন স্টাইলে চেষ্টা করে যেতে থাকলেন। চেষ্টা করতে করতে শেষমেষ, নিজেই একটা সিস্টেম বের করলেন। সেই সিস্টেম প্রথম দিন সুইমিং পুলে যাওয়ার পর, কেউ তাকে বলে দেয়নি। বার বার নাকানি চুবানি খাইতে খাইতে উনি বের করছেন। জোড়ে জোড়ে নিশ্বাস নিলে, পেটের মধ্যে বাতাস উপর-নিচ করলে, পেটের চামড়া সরে। এই পেটের চামড়া সরানোর কাজ দিয়ে উনি পানি সরানোর কাজ করতে পারেন। এই পদ্ধতি দিয়ে উনি ভেসে থাকতে এবং সাতরিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারেন। জীবনে অনেক কিছু করতে গেলে আপনি বুঝতে পারবেন না, কিভাবে করতে হবে। কেউ এসে বলে দিবে না, এইটার পর এইটা হবে। নাকানি চুবানি খাইতে খাইতে, এক সময় নিজেই নিজের সিস্টেম বের করবেন। সেই লেভেলের মানসিকতা থাকলে, যত বড় বাধার দেয়াল আপনার সামনে আসুক না কেনো আপনি তা উতড়ে যাবেনই যাবেন।   
.  
.  
নিজেরা যখন কিছু একটা করতে পারি না। একই সময় অন্যরা করে ফেলে, তখন নানা তাল বাহানা খুঁজে বের করি। তার বাপের টাকা আছে, ও আগে থেকে প্রোগ্রামিং শুরু করছে, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে, ফ্যামিলি সাপোর্ট করতে হয় না, ব্লা ব্লা ব্লা। এইবলে ছেড়ে দেই। ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, কারণে অকারণে, হোচট খেয়ে পড়ে যান। কোন আশার আলো দেখতে পান না। আপনি হয়তো একবার দুইবার ট্রাই করলেন বা আরেকটু কষ্ট করে, ধরেন, একশ বার চেষ্টা করার পর আপনি ব্যর্থ হইলেন। এখন যদি আপনি ছেড়ে দেন, আপনি কি লক্ষে পৌঁছতে পারবেন। যা করতে চাইছেন, তা করতে পারবেন। না পারবেন না। বরং আপনি ট্রাই করতে করতে যদি বলেন, যে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত এইটা অর্জন করতে না পারি। যতক্ষণ পর্যন্ত সফল হইতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা চলতে থাকবে। তাইলে একদিন না একদিন আপনি সেটা করেই ছাড়বেন। কারণ, দিন শেষে দেখার বিষয় হচ্ছে, আপনি ফিনিশ করতে পারছেন কিনা, লক্ষ্য অর্জন করতে পারছেন কিনা।

বছরের পর বছর ধরে সব অবস্টাকল ওভারকাম করার একটু অংশ দেখুন এই ভিডিও তে:[http://youtu.be/v4uG2kSdd-4?t=2m7s](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fv4uG2kSdd-4%3Ft%3D2m7s&h=TAQGD7gBRAQGCZV08QAJrDucgJykU7m7Iqtf1zbev4W7G7A&enc=AZPTA16FR-jD5klQLt7GD7awyNpHtu04D-JJcksJeHIt-de3TS9OPi5FD6HH1OLB8OAtVs_evBJVqbD-tX0fwisJO7dZIA5CyTv8W1k-8Byjy22Uwz7Z8qE4dlbm8qv6nZdnjwskNJhvqGC1CIkip4S7x-hzojyTyCIrweBsKKkFkIxefZQhEALb-mWkHyPDX3s&s=1" \t "_blank)

January 3, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152462098801891>)

একটা ইমেইল পাইছি, "vai,khub depression a vugtaci...ssc te 89% marks paicilam tarpor prem er chokkore poira hsc er test exam a 1 subject a fail....ek bar vabci sob chaira diya abar study suru krbm but khub relation khub deep hoya geche,na partaci charte,na partaci study krte,kicchu partaci na...r 2.5 month por exam...sara bochor kicchu pori nai...akhn sob kichu notun koira suru korteo voy lagtache...apnar ager koyekta status deikha study suru korchilam but bar bar bertho hoitachi...plzzz vai, time paile ekta solution diyen..."

আমার উত্তর:

১. যে প্রেম আপনার বেসিক কাজে বাধা হয়ে দাড়ায়, সে প্রেম টিকবে না। সো, ডাম্প হার/হিম। আপনি ডাম্প না করলে, ছয় মাসের মধ্যে, শি/হি উইল ডাম্প ইউ। আমি লিখে দিলাম। একটা রিলেশন যদি আপনাকে সামনে বাড়াতে সহযোগিতা না করে, অনুপ্রেরণা না দেয়, তাইলে সেটা মোবাইল কোম্পানির ব্যান্ডউইথ ব্যবসায় লাভ ছাড়া আর কারো কোনো কাজে আসবে না। এই মোহ ছুটে যাবে, শীগ্রই ছুটে যাবে।

---

২. আপনি যদি এই বছর পাস করতে না পারেন। পরের বছরও পারবেন না। আপনার রিলেশন চলতে থাকলে, আপনার কথার স্টাইল মতে, পরের বছর আরো ডিপার হবে। তখন তো আরো টাইম পাবেন না। সত্যি বলতে কি, আপনি যখন HSC ফেল করলে বা পরীক্ষা না দিলে, ছয় মাসের মাথায় আপনার প্রেম ছুটে যাবে। তখন, ছ্যাকু বাবু হয়ে, মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারবেন না। পরের বারও ফেল। দুইবার ফেল করলে, বাসা থেকে বের করে দিবে। চিন্তার কোনো কারণ নাই, মেট্রিক পাশ দিয়ে, গার্মেন্টস সহ দেশে অনেক ভালো চাকরির ব্যবস্থা আছে।

---

৩. "সারা বছর কিচ্ছু পড়ি নাই এবং সবকিছু নতুন করতে হবে" - এই কথা দুইটা ভুল। টেস্টে-তো ১ সাবজেক্টে ফেল করছেন। তারমানে, বাকিগুলাতে পাশ করছেন। ওইগুলা কি আপনার উনি এসে পরীক্ষা দিয়ে গেছে। নাকি প্রশ্ন ফাঁস পাইছেন। দশটা যে পাশ করছেন, সেটা চোখে লাগে না।

---

৪. এক বা একাধিক মানুষ কোনো একটা সিচুয়েশন তৈরি করে। এই সিচুয়েশনকে দেখে- আমি, আপনি, আমরা অনেকেই নিজেদের ভিতরে নিজেরাই একটা ভয় তৈরি করি। নিজে থেকেই বলি, আমি এইটা ভয় পাই। মনে হয়, আমি পারবো না। তারমানে, ভয়টা আপনি নিজেই, নিজের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। আপনি যদি নিজের উপর ভয় চাপাতে পারেন, তাইলে সেটা সরাতেও পারবেন। জীবনে চলার পথে এই রকম শত শত সিচুয়েশন আসবেই। সবগুলোকে ভয় পাইলে, আম্মুর কোলে বসে ফিডার খাওয়া ছাড়া দুনিয়াতে আপনার আর কিচ্ছু করা লাগবে না। তাই, এই ভয়টাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে, নিজের ভিতরে একটা চাপা ক্রোধ তৈরি করতে হবে। সেটা না করতে পারলে, দিনকে দিন ভয় একটু একটু করে আপনাকে গিলে ফেলবে। আপনি ভয়ের পেটের মধ্যে হজম হয়ে, পায়ু পথে, গন্ধময় কিছু হয়ে বের হয়ে যাবেন।

---

৫. আপনি যদি এই যাত্রায় ভালো করতে চান। সময় শেষ হয়ে যায়নি। যতটুকু টাইম বাকি আছে, ঠিক ততটুকু টাইমই আপনার দরকার। শুরু করেন, আজকে এই মুহূর্ত থেকে। আপনার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা। কয় ঘন্টা ঘুমায়ছেন, কয় ঘন্টা রেস্ট নিচ্ছেন, সেটার হিসাবে নয়। বরং এইটা যদি আপনার সামর্থ্যের, আপনার যোগ্যতার লড়াই হয়। তাইলে, জান-প্রাণ দিয়ে, অস্তিত্বের লড়াইয়ে নামলে, আপনি ঠিকই টিকে যাবেন।

---

৬. আপনি সিদ্ধান্ত নিবেন। ভয়ের পেটে নিজেকে সপে দিবেন নাকি তার বিরুদ্ধে বুক চেতিয়ে বলবেন, I choose to fight back

---

৭. সব ছাইড়া দিয়া পড়ালেখা করার মুরোদ আপনি না। সেটা করে উঠতে পারবেন না। টক উইথ ইউর bf/gf. উনাকে বুঝান আপনার জীবনে, উনার প্রয়োজন কতটুকু। আপনি উনাকে কতটুকু চান। এবং আপনাদের দুইজনের জন্য, আপনার লাইফের এই স্টেজটা ভালোভাবে উতরানো কতোটা ইম্পর্টান্ট সেটা বুঝান। তারপর প্রতিদিন কথা বলার নির্দিষ্ট টাইম সেট করুন। ডেটিংগুলো কমিয়ে দেন। বা কথা বলার সময় পড়ালেখা নিয়ে প্রেম করেন (একটু কম রোমান্টিক) কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে করতে হবে। সেটাতে রাজি না হইলে, জাস্ট ওয়াক এওয়ে ফ্রম দিস রিলেশন।

---

৮. পরীক্ষা আপনাকে এইবারই দিতে হবে এবং সেটা ভালোভাবে পড়েই দিতে হবে। এইবার যদি পাশ করতে না পারেন, পরেরবারও পারবেন না। গ্যারান্টি।

---

ডিসক্লেইমার, লেখক প্রেম-গুরু বা লাইফ কোচ নহে।

November 29, 2014 গুরু নাম্বার - ৪

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152376413191891>)

দুই হাতে দশটি আঙ্গুলের পরিবর্তে দুটো করে চারটি আঙ্গুল নিয়ে জন্মালে, হালকা একটু মন খারাপ হতে পারে বাবা- মার। আর জম্নের সময় ওর হাঁটুর নিচের অংশ পার্সেল না হইলে হয়তো আরেকটু বেশি মন খরাপ হবে। তার উপ্রে ডাক্তার যদি বলে, ব্রেইন ঠিক মতো কাজ করবে না, বাসায় নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু বেশি দিন টিকবে না। তাইলে, ঝামেলা এড়াতে, আত্মীয় স্বজনরা, এতিমখানায় দিয়ে দিতে চাইবেই। তারপরেও মায়ের কাছে সন্তানরা সবসময়ই পারফেক্ট বলে, শিশুটিকে বাসায় নিয়ে আসলেন তার মা।

কিছুদিন পরে দেখা গেলো, দুই হাতে মোট চারটি আঙ্গুল থাকলেও ভিত্রে কোন হাড্ডি নাই। আমরা কলম বা চামচ ধরি আঙ্গুলের হাড় দিয়ে প্রেসার দিয়ে। কিন্তু যার আঙ্গুলে হাড় নাই, সে কি করবে? ডাক্তার চিন্তা করলেন, যদি ওই আঙ্গুল দিয়ে কোন কিছুতে চাপ দিতে পারে, তাইলে হয়তো শক্তি পেতে পারে। অপশন হিসেবে বল্লেন, পিয়ানো বাজানোর ট্রাই করে দেখতে। তাতে যদি আঙ্গুলের মাংস পেশীতে কিছু শক্তি আসে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চেষ্টা করেও পিয়ানোর কি প্রেস করতে পারতেছিলেন না ওই আঙ্গুল দিয়ে। একজন পিয়ানোর শিক্ষক রাখা হইছিল, এতসব ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ দেখে, দুই দিন পর ওই শিক্ষক পালাইছে। বাকি থাকলো মা। তিনিই নিলেন পিয়ানো শিখানোর কাজ।

--

আঙ্গুলে হাড় না থাকায়, সেগুলা লম্বা বা বাঁকা করতে পারতেন না। তার হাতের শক্তি আঙ্গুলে পৌঁছতো না। তাই আঙ্গুল সোজা রেখে, হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পিয়ানোর কি এর উপর প্রেসার দেয়া শুরু করলেন। তার উপ্রে আরেকটা বড় প্রবলেম ছিলো ব্রেইন কাজ করতো না। কোন লিরিক বা লাইন মনে রাখতে পারতেন না। ডাক্তার সতর্ক করে দিছিলেন, যদি কোন একটা গানের অংশ, পাঁচ মিনিটের বেশি মনে রাখার চেষ্টা করেন, তাইলে ব্রেইনের উপর আরও চাপ পড়বে এবং আস্তে আস্তে ব্রেইন আরও অকেজো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মা, ধুরু ধুরু বুকে, ধীরে ধীরে, একটু একটু করে আগাতে থাকলেন। কারণ ছেড়ে দেয়ার পাব্লিক উনি না।

---

মাসের পর মাস সাধনা করতে করতে, একদিন ঠিকই পিয়ানোর কি তে প্রেস করতে পারলেন। তারপর আসলো, চার আঙ্গুল দিয়ে এক সুর থেকে অন্য আরেক অংশের সুরের সাথে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারার চ্যালেঞ্জ। সেটারও চেষ্টা চল্লো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। মাসের পর মাস। বছরের বছর সাধনা করে একটা অংশ তৈরি করতে পারলেন। শেষমেশ আসলো, পিয়ানোর প্যাডেলে পা দিয়ে প্রেস করার সমস্যা। তার তো উচ্চতা তিন-ফুট চার ইঞ্চি, পা দিয়ে নাগাল পাওয়ার কোনো কারণ নাই। পরে হিঞ্জ দিয়ে একটা সিস্টেম তৈরি করা হলো। যত মুশকিল তত আসান। এইভাবে মা আর মেয়ের সংগ্রাম চলতে চলতে, কয়েক বছর পর একটা গান তুলতে পেরেছিলেন। মাত্র একটা গান তুলার জন্য আমাকে-আপনাকে ওদের চেষ্টার এক লাখ ভাগের এক ভাগও দেয়া লাগবে না। অথচ দশ দশটি আঙ্গুল, ডাঙ্গর ডাঙ্গর পা, পুরা ফাংশনাল ব্রেইন নিয়ে হা করে তাকায় থাকি। সিরিয়াসনেস ৫ মিনিটের বেশী ধরে রাখতে পারি না। ঠেলতে ঠেলতে, বকতে বকতেও আমাদের দিয়ে একটু কাজ করাইতে পারে না। সো, আমাদের কাছ থেকে কোনকিছু আশা করা পাপ।

--

কোন রকমে একটা গান তৈরি করার পর। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছে হলো। বাদ সাধলেন আয়োজকরা, শারীরিক কন্ডিশন দেখে। একের পর এক রিজেকশন খাইলেও, ওরাতো ছেড়ে দেবার পাত্র না। চেষ্টা করেই যাচ্ছেন। শেষমেশ, এক প্রতিযোগিতায়, অনেক কষ্টে, চান্স পাওয়া গেলো। মেয়ে পারফর্ম করলেন, শারীরিক অবস্থা প্রকাশ না করেই। এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে, চার আঙ্গুলের এক প্রতিযোগী পুরস্কার জিতে নেয়। কোন করুণা বা মায়া দিয়ে নয়, সত্যিকারের যোগ্যতা দিয়ে।

---

এতক্ষণ যার কথা বলতেছিলাম তার নাম Lee Hee-Ah আর উনি একটা পুরস্কার জিতে খুশীতে আটখান হয়ে ঐখানে থেমে থাকেন নি। এলবাম বের করেছেন। দেশে বিদেশে ঘুরে ফিরে ২৫০ টির ও বেশি কনসার্টও করেছেন। এরাম লেভেলের সাধনা করার পর আসে সফলতা। প্রতিকূলতার কাছে যারা হারতে জানে না, তাদের জন্য সফলতা ছাড়া আর কিছু থাকে না। ওদের ceaseless efforts এর, এক হাজার ভাগের এক ভাগও যদি আপনি দিতে পারেন, আপনারে কেউ ঠেকাতে পারবে না। কসম আপনার।

---

Lee Hee-Ah এর জীবনীর ভিডিও: <http://youtu.be/2FSnalrPYpc?t=2m8s>

November 18, 2014 গুরু নাম্বার - ৩

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152358820311891>)

পাহাড়ের উল্টা দিকে নিকটবর্তী শহরের সবচেয়ে কাছের ডাক্তারের কাছে যেতে হলে, অনেক অনেক গ্রাম ঘুরে ৮০ কিলোমিটার গ্রামের রাস্তা পাড়ি দিয়ে যেতে হয় চিকিৎসা পেতে। অনেকেই দুরুত্বের ভয়ে ডাক্তারের কাছেই যাওয়ার সাহস পায় না। ভাগ্য আর দুরুত্ব মেনে নিয়ে, গ্রামের মধ্যেই, রোগ আলিঙ্গন করে, ইহকাল ত্যাগ করে। সবার একই কন্ডিশন, আমাদের কপাল খারাপ, আমরা এই গ্রামে জন্মেছি। এখন এইভাবে মরতে হবে। কিচ্ছু করার নাই। দশরথ মানজির বউ অসুস্থ হয়ে যাওয়ায়, তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পথে, ব্যাড লাক খারাপ হয়ে, বউ মারা যায়।

---

অন্য সবার মত দুই দিন মন খারাপ করে, বাস্তবতা মেনে নিয়ে, পাশের বাড়ির বিধবার সাথে লাইন মারাই ছিলো বুদ্ধি মানের কাজ। কিন্তু হাদারাম কৃষকের মাথায় কি যে ভুত চাপছে, আল্লাহ মালুম। এই গন্ডমুর্খ কৃষক। যে কিনা ভাত খাইতে চাল খুঁজে পায় না। বউয়ের শোকে পাগল হয়ে মাথায় স্ক্রু ডিলা হয়ে গেছে। সে নাকি পাহাড় কেটে, রাস্তা বের করবে। শর্টকাটে শহরে যাওয়ার জন্য। আশেপাশের লোকজন কেউ মুচকি হাসে, কেউ টিটকারী মারে, কেউবা বলে দুই দিন পর বউয়ের চিন্তা মাথা থেকে গেলে, ঠিক হয়ে যাবে। মাঝখানে আমরা কয়দিন মজা লই। আর আমার মত তথাকথিত শিক্ষিত, কেউ থাকলে, বুলডোজার, কাটিং, ড্রিলিং, ক্রেইন নিয়ে মোট ছয় বছরে ৫০ টা প্লানিং মিটিং করে, ইনফিজিবল তকমা মেরে কোক খাইতাম।

---

সেই পাগলা কৃষক সিম্পল হাতুড়ি-বাটাল দিয়েই পাহাড়ের বুকে আঘাত করতে লাগলেন। দশরথ জানে, বারে বারে লাথি দিলে তালা ঠিকই ভাঙ্গবে। সেই হাতুড়ির বাড়ি, এক দিন দুই দিন নয়, এক রাত দুই রাত নয়, দুই-তিন মাস বা দুই-চার বছর নয়, ২২ বছর পরে, খেয়ে না খেয়ে, ঝড় বৃষ্টি বাদল উপেক্ষা করে, ঠিকই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা বের করে ফেলছে। একাই। If your dream is dependent on somebody else, dont dream. ১৯৬০ থেকে শুরু করে, ১৯৮২ সালে ঠিকই রাস্তা বের করে দিয়েছে।

বউয়ের শোকে পাগল হয়ে, ২১ বছর লাগায়া আরেকজন তাজমহল বানায়ছে। এই বিত্তশালী লোকের স্ট্রাগল আর দশরথ মানজির স্ট্রাগল এক টাইপের ছিলো না। তবে, যার যার ইনিশিয়াল কন্ডিশন থেকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিশ্রম, সাধনা করা লাগছে। একজনকে একটু বেশী আরেকজনকে একটু কম করা লাগছে। পরিশ্রম আর সাধনা থেকে মাফ কিন্তু নাই।

---

আপনার আশে পাশে অনেকেই থাকবে যারা, শহরে বড় হইছে, ইংরেজিতে ভালো, আগে থেকে প্রোগ্রামিং জানে, ফেমিলি সাপোর্ট দিতে হয় না, বাপের টেকা আছে। এইরকম অনেক কিছু দিয়ে, জ্ঞানে বুদ্ধিতে, মাংসপেশিতে, শক্তিতে আগায় থাকবে, এইগুলা সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে আপনার মাথায়। দুনিয়ার কে কি ভাবছে, কে কি বলছে, কে কি বাস্তবতা বা লজিক খুঁজে পায়নি, সেটা মেনে নিয়ে বসে থাকলে, u r just too predictable to be trashed. টম ক্লানশি ভাইয়া বলেছেন, “The difference between fiction and reality? Fiction has to make sense.”

---

আপনার কাজের জন্য, লক্ষ্য অর্জনের জন্য যদি অন্য কারো মোটিভেট করার দর্কার হয়, plz dont go for it, you are just wasting your time. তার চাইতে ভালো নাকে ফরমালিন দিয়ে ঘুমান। নাক পচবে না, সর্দি কাশি হবে না।   
আপনার অডেল রিসোর্স বা রিক্ত হস্ত যাই থাকুক না কেনো, কোন লক্ষ্য অর্জনই সিম্পল হবে না। if u achieve ur goal after one or two try, u r just successful in fooling urself.

October 13, 2014 গুরু নাম্বার - ২

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152298783141891>)

How you see a genius, is not the way a genius is made.

Danny MacAskill, একটা এক্সারসাইজ বলের একপাশে, সাইকেল সহ উল্টিয়ে পড়ে ডিগবাজি খেয়ে আবার অন্যপাশে না পড়েই, সাইকেল চালিয় যেতে পারতো। আবার তিনি যেকোনো উচু জায়গা থেকে রেললাইনের চিকন পাতের উপরে লাফিয়ে পড়ে, ইজিলি সাইকেল চালায় যেতে যেতে, রেললাইনের এক পাত থেকে অন্য পাতে, জাম্প দিতে পারতো। কোনো এক শুভ সকালে, ড্যানির মাথায় আসলো, দুইটা জিনিস একত্রে করলে কুল কিছু হতে পারে। যেই কথা সেই কাজ। এক বার দুইবার না। একশ, দেড়শ বার চেষ্টা করে কোনো সুরাহা করে উঠতে পারতেছিলো না। যে ব্যাটা ক্যামেরা নিয়ে দাড়িয়ে ছিলো তার হাতে ঝিম ধরে গেছিলো। কিন্তু ড্যানি ছেড়ে দেবার পাত্র না। শেষপর্যন্ত, তিনশর ও বেশিবার চেষ্টা করার পর, এই দুইটা কাজ, একসাথে করতে পেরেছিলো। আমার একটা ফাইভ ফিঙ্গার রুল ছিলো। আমি ভাবতাম, কোনো একটা কাজ, চারবার চেষ্টা করে যদি না পারি, তাইলে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে, কাজটা হাল্কায়ে মডিফাই করে বা একটু বিরতি নিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে। কিন্তু Danny Macaskill কে জানার পর থেকে আমি বুঝলাম, আমার এই রুল, মস্ত বড় একটা ভুল। ড্যানির স্ট্রাটেজি হচ্ছে, "As long as you have some breathe left, you have to keep going untill you nailed it."

---

আপনি দেখবেন, অনেকেই আপনার চাইতে অনেক দূর আগায় গেছে। তাদের সাথে নিজেকে তুলনা করলে, আপনার চলবে না। অমুকে হাফ প্যান্ট পড়ছে দেখে, আপনাকেও হাফ প্যান্ট পড়তে হবে, তা কিন্তু না। কাউরে ব্লাইন্ডলি ফলো করলে, আপনি ওই হাফ প্যান্টও তো পাবেনই না বরং নিজের আন্ডারপ্যান্টও হারায় ফেলবেন। মেসি-নেইমারের কোন জায়গায় পিম্পল উঠছে তা নিয়ে গবেষণার শেষ নাই। নিজের পিম্পল কবে যে, ফোড়া হয়ে, ঘা ধরা শুরু হইছে, সেই দিকে খেয়াল নাই। নিজেকে জানার জন্য একটু সময় দেন। কম্পিটিশন করেন, নিজের সাথে। উমুকে ফাস্ট দুই সেমিস্টারে ভালো রেজাল্ট করছে, এখন আর আমার চান্স নাই বলে। হাত পা ঘুটিয়ে, রাতভর যদি দেখেন game of thrones, খাইতে গেলে পাবেন মুরগির bones, আর কপালে জুটবে stones. আপনার নিজের তুলনা, নিজের সাথে। চাইবেন শুধু নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে। যতবার ব্যর্থ হচ্ছেন, ততবারই ভাববেন আপনি সফলতার কাছে চলে আসতেছেন। কারণ, Number of failures is the only difference between you and a successful person.

---

এইসব করতে গিয়ে ড্যানির কত্তবার যে, লাল সুতা বের হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই। হাটুর খুলি সরে গেছে, কয়বার যে হাত পা ভাঙ্গছে তার ইয়ত্তা নাই। একবার এমনভাবে ইনজুর্ড হইছে যে দুই বছর সাইকেল চালাতে পারবে না এমন কন্ডিশন। তাতে কিন্তু ড্যানি ছেড়ে দেয় নাই, বরং ড্যানি বলেছে, "You just have to force yourself. Pressure yourself. Your body, your mind is telling you not to do it. But if you really want to do it, you can overpower that fear."

--

আপনার জীবনেও এমন অনেক সময় আসবে যখন, আপনি ভয়ে অগ্রসর হতে পারবেন না। আর সাইডে দিয়ে আসবে অসংখ্য ডিস্ট্রাকশন। আরামের হাতছানি। আমারদের ব্যর্থতার মূল কারণ হচ্ছে, কষ্ট করতে মানসিক সাহসের অভাব। কনসেনট্রেট করতে পারি না। লেগে থাকতে পারি না। আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনি কি কমফোর্ট জোনে থাকবেন। কে কয়টা ডক্টর হু না গু এর এপিসোড দেখছে, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার কার পাতলা পায়খানা হইসে, প্রিমিয়ার লীগে কে পাদ মারছে, হিন্দি সিনেমায় কে পশ্চাদদেশ চূলকায়ছে, সেই গ্বল্প করবেন? নাকি নিজের কমফোর্ট জোনের দেয়াল ভেঙ্গে নিজেরে ইনসেইনলি হার্ড ওয়ার্কিং জোনে নিয়ে যাবেন। কারণ, If you want to be insanely successful, you have to trash your comfort.

---

ড্যানির আশেপাশের অনেকেই হাড্ডিগুড্ডি ভেঙ্গে ফেলছে। যেমন, Michael Bonney নামে, নামকরা একজন সাইকেল চালাতে গিয়ে, পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে এখন তার বাঁচা-মরা নিয়ে টানাটানি। টমি নামে আরেকজন মাউন্টেন বাইক নিয়ে নামার সময় পড়ে গিয়ে, হাত পা ভেঙ্গে এখন হুইল চেয়ারে। কিন্তু এই জিনিসগুলা মোটেও ড্যানির মাথায় আসে না। আপনার মাথায়ও আনা যাবে না। যেমন, আপনার ভার্সিটির আগের ব্যাচের ফাস্ট বয় বিসিএস পরীক্ষায় চান্স পায় নাই বলে যে, এই ব্যাচের লাস্ট বয় চান্স পাবে না, তা কিন্তু না। ড্যানির মতো, “Block your fear. Believe in yourself. And the more I achieve, the more I push myself to achieve.”

---

ড্যানি যাদের দেখে ইন্সপায়ার্ড হয় তাদের মধ্যে Martyn Ashton হচ্ছেন আরেকখান মাস্টার পিছ। ওয়ার্ল্ড মাউন্টেন বাইক চ্যাম্পিয়ন। সে একটা ভিডিও বানাচ্ছিলো ড্যানির মতো, কিন্তু ভিডিওর অর্ধেক বাননোর পথেই ইনজুরর্ড হয়ে কোমড়ের নিচের অংশ প্যারালাইজড হয়ে যায়। হাসপাতালের বেডে শুয়েই আরেক বন্ধুকে দিয়ে ভিডিও এর বাকি অংশ শেষ করান। কিন্তু ছেড়ে দেয়ার পাব্লিক এরা না। মার্টিন এখন প্যারা-অলিম্পিকের জন্য প্রিপারেশন নিতেছে। পা কাজ করেনাতো কি হইছে। হাত তো আছে। তাই হাত দিয়ে - হ্যান্ড বাইক চালিয়েই প্রতিযোগিতা করবেন।

---

আমরা শুধু ফিনিশিড মুভি দেখে মজা লই। বিহাইন্ড দ্যা সিন দেখি না। ৫ মিনিটের একটা ভিডিও বানানোর জন্য নিজেকে তৈরী করতে ড্যানির ১২ বছর সাধনা করা লাগছিলো। সাইকেলের দোকানে মেকানিক হিসেবে চাকরি করছিলো। সেই ভিডিও বানাইতে গিয়ে শখের চাকরিখানও ছাড়া লাগছিলো। ২০ দিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ভিডিও রেকর্ড করতে গিয়ে দেখে ক্যামেরা ধরার কেউ নাই। অনেক কষ্টে, নিজের রুমমেটরে রাজি করাইছিলো। আর আপনি ৫ মিনিট না, আধা মিনিট খরচ না করেই ড্যানি হইতে চাইলে, আপনার চাওয়াটা বড্ড বে-ইনসাফের। ড্যানি বলেন “I pinch myself on almost a daily basis and that this is my job.”

---

কিভাবে ড্যানির মতো জিনিয়াস তৈরী হয়ে তা দেখুন:[http://jhankarmahbub.com/guru/danny.html](http://jhankarmahbub.com/guru/danny.html" \t "_blank)

October 1, 2014 গুরু নাম্বার - ১

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152270613556891>)

When you don’t give up, you can’t fail.

১৯৮৮ সিউল অলিম্পিকের ৪০০ মিটার দৌড় শুরু হবার মাত্র দেড় মিনিট আগে, ইনজুরির কারণে, দৌড় থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন, ডেরেক রেডমন্ড (Derek Redmond)। একদিন দুইদিন নয়, একমাস দুইমাস নয়, চার চারটি বছর ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা সাধনা করে, বুকের মধ্যে লালিত স্বপ্ন, মুহুর্তের মধ্যে গুড়াগুড়া হয়ে গেলো। অথচ, তার আগের তিন বছর ধরে ভালো ফর্মেই ছিলেন। ১৯৮৫ সালের ব্রিটেনে ৪০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড করেছেন। ৮৬ সালে আরেকজন সেই রেকর্ড ভেঙ্গে দিলেও, ৮৭ সালে আবার সেই রেকর্ড নিজের করে নেন। ৮৬ সালে উনি ৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে গোল্ড মেডেল পান কমনওয়েলথ এবং ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে।

----

অলিম্পিকে দৌড় হচ্ছে এমন একটা জিনিস, যেখানে যোগ্যতার প্রমান দিতে হয় ৪৫ সেকেন্ডে আর প্রিপারেশন নিতে হয় ৪ বছর ধরে। ইনজুরি থেকে সেরে উঠতে ডেরেক কে ৮ টা অপারেশন করার পরেও, খুবই ফর্মে ছিলেন। ১৯৯১ সালে টোকিওতে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে গোল্ড মেডেল পান। তারপরে, ১৯৯২ সালের, বার্সলোনা অলিম্পিকে, ৪০০ মিটার দৌড়ের প্রথম রাউন্ডে, সবার আগে, সবচেয়ে কম সময়ে দৌড় শেষ করলেন। কনফিডেন্সে টইটুম্বর। কোয়াটার ফাইনালও চমৎকারভাবে শেষ করলেন। বেশ ফুরফুরে মনে শুরু করলেন সেমি-ফাইনালের দৌড়। সবাই জানতো, ডেরেক, কমপক্ষে একটা না একটা মেডেল পাবেই। আর গোল্ড পেয়ে গেলেও, অবাক হবার কিছু থাকবে না।

---

সেমি ফাইনালে দৌড় শুরু করলেন। ১৫০ মিটার যাওয়ার পর তার হ্যামস্ট্রিং (পায়ের মাংসপেশী) ছিড়ে যায়। তারপরেও দৌড় চালিয়ে নিতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। মাটিতে লুটিয়ে পরেন। ব্যথায় কাতরাতে থাকেন। পাশে থেকে ছুটে আসে, ফিজিও/ডাক্তার, অনেকে। কিন্তু সেই ভাঙ্গা পা নিয়ে, ডেরেক উঠে দাড়ালেন। পা খুড়িয়ে খুড়িয়ে আবার দৌড়াতে শুরু করেন। ঠিক দৌড় না, খুড়িয়ে খুড়িয়ে, সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে, জানপ্রাণ দিয়ে হেটে, একটাই লক্ষ্য ফিনিশিং লাইনে পৌঁছানো। বাকি প্রতিযোগীরা সেই কবেই দৌড় শেষ করে ফেলেছে। আমাদের দৃষ্টিতে, এখন দৌড়াই তো কোনো লাভ নাই। তাই হয়তো, অন্য সবার দৃষ্টিতে সে একজন পিউর গাধা। কোনো মেডেল জিততে পারবে না। কিন্তু ডেরেকের দৃষ্টিতে, "He wanted to finish the race, he finished the race." বাস্তব জীবনে অনেক সময় দেখবেন আপনি ক্লাসের লাস্ট পারসন। সেই লাস্ট পারসন হলেও আপনাকে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে, শেষ করতে হবে। যদি না আপনি বিল গেটস বা মার্ক জুকারবার্গ হোন। লাস্ট পারসন মানে এই নয় যে, আপনি ভালো চাকরি পাবেন না। হায়ার স্টাডি করতে পারবেন না। আমি অনেক দেখেছি, ফেল করতে করতে এমন অবস্থা যে, নিজের ব্যাচের সাথে আর ক্লাস করতে পারে না। জুনিয়র ব্যাচের সাথে টেনেটুনে পাশ করতে হয়। সে অনেকের চাইতে ভালো চাকরি পাইছে। যে বুয়েটে জিপিএ ৩ এর নিচে (সর্বোচ্চ ৪), সে USA তে মাস্টার্সে জিপিএ ৪ এর মধ্যে ৪ রেখেছে। পিএইচডি কমপ্লিট করছে। one step of your life will not define every stage of your life. আজকে একজন হয়তো এগিয়ে আছে। কালকে সে এগিয়ে থাকবে না সেটা নির্ধারণ করবে আপনার ইচ্ছা, সাধনা, ত্যাগ ও পরিশ্রম। আর যে ইচ্ছা আপনাকে ফেইসবুক বন্ধ করে, ম্যরাথন গেইম অফ থ্রোন, ব্রেকিং ব্যাড বন্ধ করে, লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কাজ করতে বাধ্য করে না, সেটা ইচ্ছা না। সুখ কল্পনা। জীবনের যুদ্ধ একধাপে বা একদিনে শেষ হয় না। চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা থাকে।

---

ডেরেক খুড়িয়ে খুড়িয়ে দৌড়াতে লাগলেন। দৌড় যে তাকে দিতেই হবে। যেনো দৌড়ানোর জন্যই তার জন্ম। ছেলের এমন অবস্থা দেখে, গ্যালারীতে ডেরেকের বাবা নিজেকে আটকে রাখতে পারলেন না। সিকিউরিটির বাধা ফেরিয়ে, ছুটে আসলেন তার খুড়িয়ে খুড়িয়ে ফিনিশিং লাইনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছেলের কাছে। বাবার কাধে কানতে কানতে হলেও, দৌড় কিন্তু শেষ করছেন। ডেরেক মেডেল জিতেনি কিন্তু যে মিশন তিনি শুরু করেছিলেন, সেটা শেষ করেছিলেন। আপনিও, জীবনে এমন অনেক লাথি, উষ্টা, কুনইয়ের গুতা খাবেন। পা মচকে যাবে। ধুমড়ে মুচড়ে পড়ে যাবেন। কিন্তু ছেড়ে দেয়া যাবে না। কারণ চেষ্টা করে,ব্যর্থ হইতে থাকলেও কোনো সমস্যা নাই। একদিন না একদিন সফলতা আসবেই কিন্তু কখনই চেষ্টা করতে ব্যর্থ হবেন না।

---

পরের দুই বছরে সর্বমোট ১১ টা অপারেশন করার পর। ডেরেকের ডাক্তার বল্লো, তুমি আর দৌড়াতে পারবা না বা তোমার দেশকে কোনো খেলায় রিপ্রেজেন্ট করতেও পারবা না। এরপর ডেরেক চটপটির দোকান দিয়ে বসতে পারতেন। গরু মোটাতাজা করে কুরবানির হাটে বিক্রি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তার টার্গেট বা ড্রিম টাকে হাল্কায়ে মডিফাই করে, বাস্কেটবল ক্লাবের দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করলেন। শুন্য হাতে ফিরে, রিজেকশন খেয়েও, বাস্কেটবলে সাধনা চালায় যান। কয়েকবছর পরে, উনি ঠিকই গ্রেট বৃটেনের ন্যাশনাল বাস্কেটবল টিমে জায়গা করে নেন। জীবনে অনেক সময় এরাম কন্ডিশন আসবে, যে ফিল্ডে পড়াশুনা করেছেন, সেখানে পুষিয়ে উঠতে পরতেছেন না। আপনি হয়তো ফ্যাশন ডিজাইনার হতে চান কিন্তু পড়তেছেন বিবিএ বা আপনি প্রোগ্রামিং করতে চান বাট আপনার ডিগ্রী ইতিহাস সাবজেক্টে। যেটা ভালো লাগবে না, সেটা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর না করে। সাইডে দিয়ে আপনার সখ বা লক্ষ্য চালায় যান। চালায় গেলে, একদিন ঠিকই সুযোগ আসবে। তখন টুপ করে পছন্দের ফিল্ডে বা কাজে নেমে পড়বেন, তল্পিতল্পাসহ। লেগে থাকলে, একদিন ঠিকই পেরে উঠবেন। এমন হাজারো হাজারো উদাহরণ আছে। অন্য সবাই পারলে, আপনিও পারবেন। শুধু ডেরেক রেডমন্ডের একটা কথা মনে রাখবেন, "It Doesnt' matter how hard it is, but you must finish what you started."

ডেরেকের দৌড়ের সেই ভিডিও এইখানে: <https://www.youtube.com/watch?v=kZlXWp6vFdE>